অলিম্পিক
তানাজী সেনগুপ্ত

অলিম্পিক

এই বইতে পরিবেশিত হয়েছে প্রাচীন অলিম্পিকের ইতিহাস, আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা থেকে সোল পর্যন্ত প্রত্যেকটি অলিম্পিকের উল্লেখযোগ্য বৃত্তান্ত, এবারে যে তেইশটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে তার প্রত্যেকটির পরিচয়, কবে থেকে কবে প্রতিযোগিতা চলবে তার নির্ঘন্ট, প্রত্যেকটি ইভেন্টে প্রথম থেকে বিজয়ী দেশ অথবা গত অলিম্পিকের ফলাফল, অলিম্পিকে ভারতের সার্বিক ভূমিকা, অলিম্পিকের স্মরণীয় চরিত্রদের বিবরণ এবং এবারে যাঁরা তারকা হতে যাচ্ছেন তাঁদের পরিচিতি । অর্থাৎ এই বইটিকে বলা যায় পকেটে নিয়ে ঘোরার মত অলিম্পিক গাইড । বাংলায় এই ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম ।
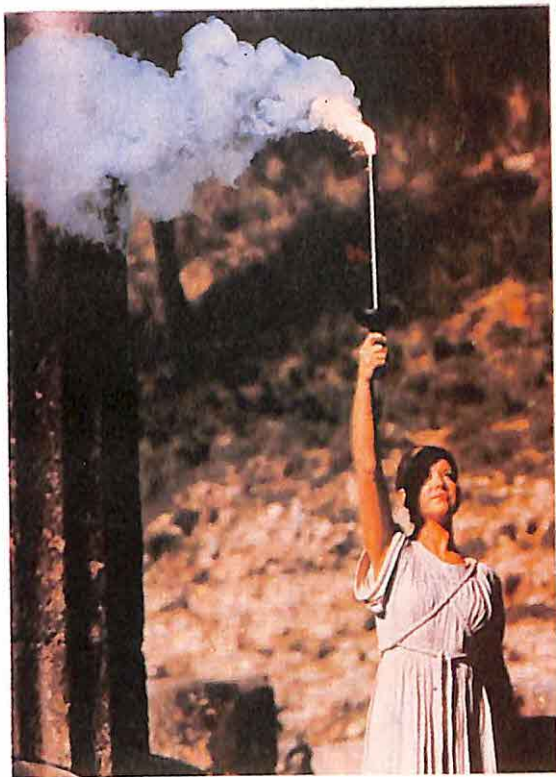
অলিম্পিক

তানাজী সেনগুপ্ত

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা ৯

নিবেদন,

আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হচ্ছে সোল অলিম্পিক। অলিম্পিকে আমাদের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হলেও এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ অসীম। সেই দিকে লক্ষ রেখেই এই আন্তরিক প্রচেষ্টা। আশা করা যায়, অলিম্পিক সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য অনেক কিছুরই সন্ধান মিলবে এতে। তথ্য সম্পর্কে দু-একটি কথা, সাঁতারের ক্ষেত্রে অলিম্পিক রেকর্ড এবং অ্যাথলেটিক্সের ক্ষেত্রে অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ড দুই-ই দেওয়া হয়েছে। আনন্দ পাবলিশার্সের বাদলদা আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়ায় আমি অভিভূত। এই সুযোগে প্রণাম জানাই 'দেশ' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ এবং সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে— এঁদের উৎসাহ ছাড়া আমার পক্ষে এ কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হত না। আমার বন্ধু হর্ষ দত্তকে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়। আমার যা কিছু তা সবই ওর জন্য। কিছু তথ্য ও ছবি লেডিবার্ডের অলিম্পিক বই,উইলসের অলিম্পিক বই এবং স্পোর্টসওয়ার্ল্ড পত্রিকার সৌজন্যে পেয়েছি। এই বই প্রকাশে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন : নিখিল ভট্টাচার্য, প্রিয়রঞ্জন রক্ষিত, সন্দীপ ভট্টাচার্য, রতন সেন, সুশান্ত ভট্টাচার্য, বিমল দাস, দেবাশিস দেব এবং বিপুল গুহ। বইটি যদি সকলের ভালো লাগে তার কৃতিত্ব অবশ্যই এঁদের এবং ত্রুটির সমস্ত দায়িত্ব আমার।

তানাজী সেনগুপ্ত

শুরুর সেদিন

কিংবদন্তী এবং গল্প গাথা অনুসারে রাজা হারকিউলিসের আমলে প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিয়ায় ১৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের শুরু হয়। সময় নিয়ে আরও অনেক মত প্রচলিত। তবে প্রথম স্বীকৃত অলিম্পিক, বিশেষজ্ঞদের মতে অনুষ্ঠিত হয় খৃষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে। গ্রীক দেবতা জিউসের পূজা উপলক্ষে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে এর প্রচলন। একটি প্রতিযোগিতাই প্রথম অলিম্পিকে হয়—দৌড় প্রতিযোগিতা, ১৯২ মি. বা ৬৩০ ফুট। পরবর্তীকালে আরও ইভেন্ট যুক্ত হতে থাকে। যেমন : বক্সিং, কুস্তি, রথ চালনা, পেন্টাথলন ইত্যাদি। প্রথমদিকে বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্তি ছিল অলিভ পাতার মুকুট। অবশ্য কিছু অর্থও যে তাঁরা পেতেন না তা নয়, বিজয়ীদের শহরের জনগণই গৌরবান্বিত হয়ে তাঁদের আর্থিক পুরস্কারে অভিনন্দিত করতেন। এইভাবে প্রতি চার বছর অন্তর উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৩৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অলিম্পিক চলতে থাকে। ইতিমধ্যে রোমানরা গ্রীস অধিকার করে এবং নানা বাধা বিপত্তির ফলে এতদিনের অলিম্পিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর শুরু হয় ১৫০৩ গ্রীষ্মের প্রতীক্ষা।

জয়যাত্রায় আধুনিক অলিম্পিক

আধুনিক অলিম্পিকের 'জনক' হিসেবে বলা হয় ফ্রান্সের বিশিষ্ট ধনী ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক পিয়ের দ্য কুবাঁতাকে। যদিও ১৮৫৯ সাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় অলিম্পিকের ধাঁচে ক্রীড়ানুষ্ঠান হচ্ছিল, কিন্তু তিনিই প্রথম বিশ্বের জনগণকে একত্র করতে চেয়েছিলেন ক্রীড়াঙ্গনের মধুর পরিবেশে। ফ্রান্স সরকার কুবাঁতাকে নিযুক্ত করেছিলেন, দেশের ছেলেদের সুস্থ সবল করে রাখতে কি করতে হবে তা বিদেশ থেকে জেনে আসতে। কুবাঁতা তাঁর রিপোর্টে এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতার উপর জোর দিলেন। অনেক আলাপের পর অনেক দেশের উৎসাহী ক্রীড়াসংগঠক এটি মেনে নিলেন। কুবাঁতার ইচ্ছে ছিল অলিম্পিক প্রথমবার প্যারিসেই হোক্। কিন্তু অনেকেই চাইলেন অলিম্পিকের শিখা যেখানে নিবেছিল, সেখান থেকেই জ্বলুক। অর্থাৎ আবার গ্রীস।

১ম অলিম্পিক : ১৮৯৬

(এথেন্স, এপ্রিল ৬-১৫)

আশি হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে আবার শুরু হল অলিম্পিকের নব জয়যাত্রা। গ্রীসের রাজা উদ্বোধন করলেন অলিম্পিকের। যদিও যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অনেক দেশ, শেষ পর্যন্ত ১৩টি দেশের ৩১১ জন পুরুষ প্রতিযোগী ৯টি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সমবেত হলেন।

প্রথম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হলেন আমেরিকার জেমস. বি. কনোলী, ট্রিপল জাম্পে বিজয়ী হয়ে। শেষ প্রতিযোগিতা ম্যারাথনে (২৪ মাইল ১৫০৩ ইয়ার্ড) অবশ্য জয়লাভ করেন গ্রীসেরই স্পিরিডিয়ন লুইস।

২য় অলিম্পিক : ১৯০০

(প্যারিস, মে ১০—অক্টোবর ২৮)

একটি আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী ও অলিম্পিক একই সঙ্গে হওয়ায় নানা অব্যবস্থা দেখা দিলেও শেষপর্যন্ত কুবাঁতার প্রচেষ্টায় অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হয়। প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২২, প্রতিযোগীর সংখ্যা ১৩৩০। প্যারিসে প্রথম অলিম্পিকের প্রায় সমস্ত রেকর্ডই ভেঙ্গে যায়। এই অলিম্পিকের নায়ক আমেরিকান অ্যাথলেট আলভিন কায়েঞ্জেলিন—৬০ মি., ১০০ মি. হার্ডলস ২০০ মি: হার্ডলস এবং লং জাম্পে তিনি সোনা পান।

৩য় অলিম্পিক : ১৯০৪

(সেন্ট লুই, জুলাই ১—নভে. ২৩)

নানা অসুবিধা দেখা দেয় ৩য় অলিম্পিক অনুষ্ঠানেও। যাতায়াতের অসুবিধা ছিল প্রবল, দর্শক উপস্থিতির হারও ছিল কম। সর্বাধিক ২ হাজার। ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা ঘিরে একটি ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে, আমেরিকান লর্জ মধ্যপথে ১০ মাইল একটি গাড়িতে চেপে নেন। ফলে সর্বপ্রথম স্টেডিয়ামে পৌঁছন। পরে এই সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা ছিল ১৩টি, প্রতিযোগীর সংখ্যা ৬২৫।

১৯০৬ : এথেন্স

প্রথম অলিম্পিকের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এথেন্সে একটি প্রতিযোগিতা হয়। ২০টি দেশ যোগ দেয়। সাফল্যের নিরিখে ১৯০০ এবং ১৯০৪-এর অলিম্পিকের চেয়ে এটি অনেক জাঁকজমকপূর্ণ হয়।

৪র্থ অলিম্পিক : ১৯০৮
(লন্ডন, এপ্রিল ২৭—অক্টোবর ৩১)

লন্ডন অলিম্পিকেই এই ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রথম বিশ্বক্রীড়ার মর্যাদা পায়, ২২টি দেশের ২০৩৫ জন প্রতিযোগীর উপস্থিতিতে। ২১টি ইভেন্ট হয়। লন্ডন অলিম্পিকের সঙ্গে একটি দুঃখজনক ঘটনা জড়িয়ে আছে। ম্যারাথন রেসে ইতালির খর্বাকৃতি ডোরেন্ডো পিয়েত্রি প্রায় আড়াই লক্ষ দর্শকের অভিনন্দনের মধ্য দিয়ে ২৪ মাইল অতিক্রম করার পর প্রথম স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেই ক্লান্তিতে ট্র্যাকে লুটিয়ে পড়েন। কয়েকজন তাঁকে কোনরকমে দাঁড় করিয়ে নির্দিষ্ট টেপ অবধি নিয়ে যান। তিনি এবং দ্বিতীয় জনি হেস একই সঙ্গে টেপ স্পর্শ করেন। কিন্তু প্রথমে তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলেও যেহেতু পিয়েত্রি অন্যের সহায়তা নিয়েছেন তাই তিনি বাতিল হয়ে যান। দর্শকাসনে উপবিষ্টা দুঃখিত রানী আলেকজান্দ্রা তাঁকে বিশেষ 'গোল্ড কাপ' প্রদান করেন। আর পিয়েত্রি লাভ করেন দর্শকের উষ্ণ ভালবাসা।

৫ম অলিম্পিক : ১৯১২
(স্টকহোম, মে ৫—জুলাই ২২)

লন্ডনের সাফল্যের ছোঁয়া লাগে এই অলিম্পিকেও। প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৪৭, দেশের সংখ্যা ২৮। সবার নজর কাড়েন আমেরিকার জিম থর্প, যিনি পেন্টাথলন ও ডেকাথলন দুটিতেই চ্যাম্পিয়ন হন।

৬ষ্ঠ অলিম্পিক : ১৯১৬
(বার্লিন)

বার্লিন প্রস্তুতি শুরু করলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হয়।

৭ম অলিম্পিক : ১৯২০

(অ্যান্টোয়ার্প, এপ্রিল ২০—সেপ্টে· ১২)

যদিও ২৯টি দেশের ২৬০৭ জন প্রতিযোগী এই অলিম্পিকে যোগদান করেন কিন্তু রাশিয়া এবং অন্য কয়েকটি দেশ অংশগ্রহণে বিরত থাকে। অ্যাথলেটিক্সে ফিন প্রতিযোগীরা দারুণ সাফল্য পায়। ভারত এই অলিম্পিকেই সর্বপ্রথম সরকারীভাবে অংশ নেয়।

৮ম অলিম্পিক : ১৯২৪

(প্যারিস, মে ৪—জুলাই ২৭)

এই অলিম্পিকে আরও দেশ যোগ দেয়, সংখ্যায় ৪৪, প্রতিযোগী ৩০৯২। নজর কেড়ে নেন ফিনল্যান্ডের পাভো নুর্মি ৫টি সোনা পেয়ে—১৫০০ মি., ৫০০০ মি., ১০০০০ মি. (ব্যক্তিগত ও দলগত) এবং ৩০০০ মি. দলগত দৌড়ে তিনি বিজয়ী হন। আমেরিকার জনি ওয়েসমুলার সাঁতারে লাভ করেন ৩টি সোনা।

৯ম অলিম্পিক : ১৯২৮

(আমস্টারডাম, মে ১৭—আগস্ট ১২)

জার্মানরা এই অলিম্পিকে আবার যোগ দেন। ৪৬টি দেশের ৩০১৪ জন প্রতিযোগী অংশ নেন এই অলিম্পিকে। পাভো নুর্মি আবার ১০ হাজার মিটার দৌড়ে এবং জনি ওয়েসমুলার সাঁতারের দুটি বিভাগে সোনা পান। ট্র্যাক এবং ফিল্ডে মেয়েদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

১০ম অলিম্পিক : ১৯৩২

(লস অ্যাঞ্জেলেস, জুলাই ৩০—আগস্ট ১৪)

এই অলিম্পিকে রেকর্ডের ছড়াছড়ি হয়। ৩৭টি দেশের ১৪০৮ জন প্রতিযোগী ১৫টি বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আমেরিকা পদকশীর্ষে থাকে, জাপান সাঁতারে সাফল্য লাভ করে পুরুষ বিভাগে ৫টি সোনা পেয়ে।

১১শ অলিম্পিক : ১৯৩৬
(বার্লিন, আগস্ট ১-১৬)

ব্যবস্থার দিক দিয়ে যদিও কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু হিটলার বার্লিন অলিম্পিককে নিজের প্রচারকার্যে লাগিয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। ৪৯টি দেশের ৪০৬৬ জন প্রতিযোগী যোগ দেন এই অলিম্পিকে। ১০০ মি., ২০০ মি., ৪×১০০ মি., রিলে এবং লং জাম্পে বিজয়ী হন আমেরিকার তরুণ কৃষ্ণকায় জেসি ওয়েন্স।

১২শ অলিম্পিক : ১৯৪০
(টোকিও)

প্রথমে জাপানকে প্রতিযোগিতার ভার দেওয়া হলেও পরে হেলিসিঙ্কিতে এটি স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের কারণে শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা বাতিল হয়।

১৩শ অলিম্পিক : ১৯৪৪
(লন্ডন)

যুদ্ধের জন্য প্রতিযোগিতা বাতিল হয়।

১৪শ অলিম্পিক : ১৯৪৮
(লন্ডন, জুলাই ২৯—আগস্ট ১৪)

আশঙ্কা থাকলেও যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংল্যান্ড শেষপর্যন্ত সফলভাবেই অলিম্পিকের সংগঠন করে। ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ৫৯টি দেশের ৪০৯৯ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। বিশেষজ্ঞদের নজর কাড়েন চেকশ্লোভাকিয়ার এমিল জেটোপেক ১০ হাজার মিটার দৌড়ে এবং বব ম্যাথায়িস (আমেরিকা) ডেকাথলনে।

১৫শ অলিম্পিক : ১৯৫২

(হেলসিঙ্কি, জুলাই ১৯—আগস্ট ৩)

দীর্ঘ ৪০ বছর পর রাশিয়া এই অলিম্পিকে যোগ দেয় । ৬৯টি দেশের ৪৯২৫ জন প্রতিযোগী সমবেত হন ফিনল্যাণ্ডের রাজধানীতে । এই অলিম্পিকের 'হিরো' অবিসংবাদিতভাবে এমিল জেটোপেক । ৫ হাজার, ১০ হাজার মি. দৌড় এবং ম্যারাথনে অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে জয়লাভ করেন তিনি । তাঁর স্ত্রী ডানাও জ্যাভলিনে অলিম্পিক রেকর্ড গড়েন ।

১৬শ অলিম্পিক : ১৯৫৬

(মেলবোর্ন, নভে. ২২—ডিসে. ৮)

আইনের কড়াকড়ির জন্য ঘোড়সওয়ারী প্রতিযোগিতা হয় স্টকহোমে । ৭১টি দেশের ৩৩৪২ জন প্রতিযোগী এই অলিম্পিকে যোগ দেন । ৫ এবং ১০ হাজার মিটার দৌড়ে 'ডাবল' করেন রাশিয়ার ভ্লাদিমির কুটস । অস্ট্রেলিয়া সাঁতারে পারদর্শিতা দেখায় ।

১৭শ অলিম্পিক : ১৯৬০

(রোম, আগস্ট ২৫—সেপ্টে. ১১)

৮৩টি দেশের ৫৩৪৮ জন প্রতিযোগী এই অলিম্পিককে পক্ষকালের জন্য মাতিয়ে রাখেন । তিন কৃষ্ণাঙ্গর জন্য রোম অলিম্পিক স্মরণীয় । উইলমা রুডলফ, ছোটবেলায় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেও অদম্য মনের জোরে জয় করেন ১০০ মি., ২০০ মি. এবং ৪×১০০ মি. রিলেতে সোনা । ইথিওপিয়ার আবেবে বিকিলা ম্যারাথন রেসে এবং ১৮ বছরের ক্যাসিয়াস ক্লে লাইট হেভিওয়েট বক্সিংয়ে সোনা জেতেন । ভারতের মিলখা সিং চতুর্থ স্থান পান ৪০০ মি. দৌড়ে । ভারত হকিতে প্রথম সোনা হারায় পাকিস্তানের কাছে ।

১৮শ অলিম্পিক : ১৯৬৪
(টোকিও, অক্টো ১০—২৪)

এই প্রথম এশিয়ায় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হল। ৯৩টি দেশের ৫১৪০ জন প্রতিযোগী এতে অংশ নেন। আবেবে বিকিলা এই অলিম্পিকে দ্বিতীয়বারের জন্য ম্যারাথন বিজয়ী হন।

১৯শ অলিম্পিক : ১৯৬৮
(মেক্সিকো, অক্টো ১২—২৭)

এই অলিম্পিকের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য : ১১২টি দেশের ৫৫৩১ জন রেকর্ড সংখ্যক প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ এবং ৭৫০০ হাজার ফিট উচ্চে (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে) অনুষ্ঠান হওয়া। এই অলিম্পিকেই বব বীমান ৮·৯০ মিটারের বিশ্ববিখ্যাত লং জাম্প দেন।

২০শ অলিম্পিক : ১৯৭২
(মিউনিখ, আগস্ট ২৬—সেপ্টে ১০)

প্যালেস্টিনিয় গেরিলা ১১ জন ইজরায়েলী সদস্যকে হত্যা করায় মিউনিখ অলিম্পিকের উপর শোকের ছায়া নেমে আসে। ১২২টি দেশের ৭১৪৭ জন প্রতিযোগী অংশ নেন এতে। সকলের মন হরণ করেন রাশিয়ান জিমন্যাস্ট ওলগা করবুট। সাঁতারে ৭টি সোনা পেয়ে জগৎকে স্তম্ভিত করেন মার্ক স্পিজ।

২১শ অলিম্পিক : ১৯৭৬
(মন্ট্রিল, জুলাই ১৭—আগস্ট ১)

২২টি তৃতীয় বিশ্বের দেশের নাম প্রত্যাহারে এই অলিম্পিকের আকর্ষণ অনেক কমে যায়। ৯২টি দেশের ৬০৮৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হন রুমানিয়ার মেয়ে জিমন্যাস্ট নাদিয়া কোমানিচি।

২২শ অলিম্পিক : ১৯৮০
(মস্কো, জুলাই ২৮—আগস্ট ১২)

আমেরিকা সহ পশ্চিমের অনেক দেশই এই অলিম্পিক বয়কট করে রাজনৈতিক কারণে। যোগদান করে ৮১টি দেশ, প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল ৫৩৫৩ জন। রাশিয়ার আলেকজান্ডার দিতিয়াতিন জিমন্যাস্টিকে তিনটি সোনা দখল করেন। ভারত অনেকদিন পর হকিতে সোনা লাভ করে।

২৩শ অলিম্পিক : ১৯৮৪
(লস অ্যাঞ্জেলিস, জুলাই ২৮—আগস্ট ১২)

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইওরোপের অনেক দেশ যোগদান না করায় আমেরিকাই অধিকাংশ পদক দখল করে এই অলিম্পিকে। তবে ১৪০টি দেশ থেকে প্রতিযোগীর সংখ্যাও একেবারে কম ছিল না। ৭০৭৮ জন। এই অলিম্পিকে নজর কাড়েন কার্ল লুইস, দৌড়ে এবং লং জাম্পে সোনা লাভ করে তিনি জেসি ওয়েন্সের রেকর্ড স্পর্শ করেন।

২৪শ অলিম্পিক : ১৯৮৮
(সোল, সেপ্টেঃ ১৭—অক্টোঃ ২)

অনেকদিন পর এশিয়ায় অলিম্পিক হতে চলেছে। যদি শেষপর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলে তবে মিউনিখ অলিম্পিকের পর এবারই প্রথম বড় ধরনের কোনও আন্তর্জাতিক বয়কট হচ্ছে না। গেমসে অংশ নেবে রেকর্ড সংখ্যক ১৬১টি দেশ, ইতিমধ্যেই ১২ হাজার প্রতিযোগীর নাম এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র রেকর্ড সংখ্যক সদস্য ৮০৮ জনের দল আনছে। রাশিয়া (৭৮৪), কানাডা (৭৪৩), দক্ষিণ কোরিয়া (৬৪৪), ব্রিটেন (৬১৯) এবং চীন (৪৬৮) এবার বড় দল আনছে। সোলে ২৩ ধরনের খেলায় ২৩৭টি সোনার পদকের জন্য লড়বেন প্রতিযোগীরা।

১৫ অসিচালনা

বীরত্ব, পরাক্রম দেখাতে অসি নিয়ে 'ডুয়েট' লড়াই বহুদিনের। ক্রীড়া হিসাবে এটি প্রথম থেকেই অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পুরুষ ও মহিলাদের ব্যক্তিগত ও দলগত দু ধরনের প্রতিযোগিতাই হয়ে থাকে। পুরুষদের জন্য তিন ধরনের অসি নির্দিষ্ট : ফয়েল, এপি, সাবরে। মহিলাদের লড়াই শুধু ফয়েল অসি নিয়ে। পয়েন্ট প্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগীকে প্রতিদ্বন্দ্বীর শরীরের নির্দিষ্ট কতকগুলি অংশে আঘাত করতে হয়। বিভিন্ন অসির জন্য বিভিন্ন জায়গা নির্দিষ্ট। প্রত্যেক লড়াই একটি সময়-সীমায় আবদ্ধ। প্রতিযোগিতা চলবে ২০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

পুরুষদের বিভাগ	গতবারের জয়ী	এবারের জয়ী
ব্যক্তিগত ফয়েল	এম. নুমা (ইতালি)	
দলগত ফয়েল	ইতালি	
ব্যক্তিগত সাবরে	জে. এফ. লামুর (ফ্রান্স)	
দলগত সাবরে	ইতালি	
ব্যক্তিগত এপি	পি. বয়সি (ফ্রান্স)	
দলগত এপি	পশ্চিম জার্মানি	

মহিলাদের বিভাগ	গতবারের জয়ী	এবারের জয়ী
ব্যক্তিগত ফয়েল	জে. লুয়ান (চীন)	
দলগত ফয়েল	পশ্চিম জার্মানি	

অ্যাথলেটিক্স

অলিম্পিকের মূল আকর্ষণই অ্যাথলেটিক্স। শারীরিক সক্ষমতা, দক্ষতা ইত্যাদির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে থাকে এটিতে। অ্যাথলেটিক্সে বিভাগ অনেকগুলি, সবগুলিকে মোটামুটি ট্র্যাক ও ফিল্ডে ভাগ করা যায়। ট্র্যাক : প্রত্যেকটি পাক ৪০০ মিটার করে, ৮টি লেনে বিভক্ত। সেই কারণে ১৫০০ মি. দৌড়ে ৩$\frac{৩}{৪}$ পাক, ৩০০০ মি· দৌড় এবং ৩০০০ মি. স্টিপলচেজ ৭$\frac{১}{২}$ পাক, ৫ হাজার মি·দৌড় ১২ পাক এবং ১০ হাজার মি. দৌড় ২৫ পাকের হয়। ম্যারাথন দৌড় শুরু এবং শেষ হয় স্টেডিয়ামে, বাকিটা পথে। ম্যারাথনের দূরত্ব ৪২,১৯৫ মি. বা ২৬ মাইল ৩৮৫ ইয়ার্ড। ৪ ধরনের হার্ডলে ১০টি করে বাধা পেরতে হয়। এগুলির উচ্চতা হল ১১০ মি. হার্ডলে (পুরুষ) ৩ ফুট ৬ ই., ৪০০ মি. হার্ডলে (পু.) ৩ ফু. ; ১০০ মি. হার্ডলে (মহিলা) ২ ফু. ৯ ই. এবং ৪০০ মি. হার্ডলে ২ ফু. ৬ ই.। স্টিপলচেজের ক্ষেত্রে ২৮টি হার্ডল বা বাধা এবং ৭টি ওয়াটার জাম্প দিতে হয়।
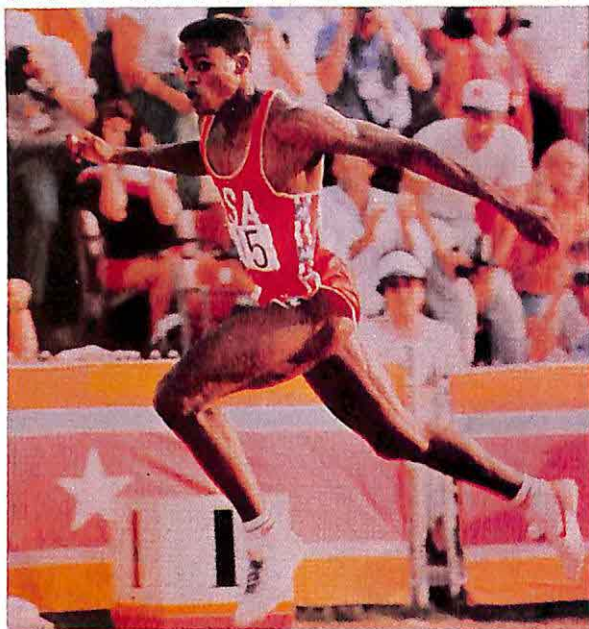
পুরুষ বিভাগ	অলিম্পিক রেকর্ড	বিশ্ব রেকর্ড	১৯৮৪-এর বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
১০০ মি. দৌড়	জিমি হাইনস (যুক্তরাষ্ট্র, ৯·৯৫ সে.)	বেন জনসন (কানাডা ৯·৮৩)	কার্ল লুইস (আমেরিকা ৯·৯৯)	
২০০ মি. দৌড়	কার্ল লুইস (আমেরিকা, ১৯·৮০ সে.)	পি. মেন্নাই (ইতালি ১৯·৭২)	কার্ল লুইস (আমেরিকা ১৯·৮০)	
৪০০ মি. দৌড়	এল. ইভান্স (আমেরিকা, ৪৩·৮৬)	বাক রেনল্ডস (আমেরিকা, ৪৩·২৯ সে·)	এ. বেবার্স (আমেরিকা ৪৪·২৭)	
৮০০ মি. দৌড়	জে. ক্রুজ (ব্রাজিল, ১·৪৩·০০ মি.)	এস. কো (ব্রিটেন, ১·৪১·৭৩)	জে. ক্রুজ (ব্রাজিল ১·৪৩·০০)	
১৫০০ মি. দৌড়	এস. কো (ব্রিটেন, ৩·৩২·৫৩ মি.)	এস. আয়ুইতা (মরক্কো, ৩·২৯·৪৬)	এস· কো (ব্রিটেন, ৩·৩২·৫৩)	
৫,০০০ মি. দৌড়	এস. আয়ুইতা (মরক্কো, ১৩·০৫·৫৯ মি.)	এস. আয়ুইতা (মরক্কো, ১২·৫৮·৩৯)	এস. আয়ুইতা (মরক্কো, ১৩·০৫·৫৯)	
১০,০০০ মি.	এল. ভিরেন (ফিনল্যান্ড, ২৭·৩৮·৪০ মি.)	এফ. মামেদে (পর্তুগাল, ২৭·১৩·৮১)	এ. কোভা (ইতালি, ২৭·৪৭·৫৪)	

পুরুষ বিভাগ	অলিম্পিক রেকর্ড	বিশ্বরেকর্ড	১৯৮৪-র বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
৪×১০০ মি. রিলে	আমেরিকা (৩৭·৮৩ সে·)	আমেরিকা (৩৭·৮৩)	আমেরিকা (৩৭·৮৩)	
৪×৪০০ মি. রিলে	আমেরিকা (২·৫৬·১৬ মি·)	আমেরিকা (২·৫৬·১৬)	আমেরিকা (২·৫৭·৯১)	
১১০ মি. হার্ডলস	আর. কিংডম (আমেরিকা, ১৩·২০ সে.)	আর. নেমিই (আমেরিকা, ১২·৯৩)	আর কিংডম (আমেরিকা, ১৩·২০ সে.)	
৪০০ মি. হার্ডলস	ই. মোজেস (আমেরিকা, ৪৭·৬৪)	ই. মোজেস (আমেরিকা, ৪৭·০২)	ই. মোজেস (আমেরিকা, ৪৭·৭৫)	
৩০০০ মি. স্টিপলচেজ	এ. গার্ডার রুড (সুইডেন, ৮·০৮·০২)	হেনরিরোনো (কেনিয়া, ৮·০৫·০৪)	জে. করির (কেনিয়া, ৮·১১·৮০)	
২০ কি. মি. হাঁটা	ই. কেন্টো (মেক্সিকো, ১·২৩·১৩ ঘ.)	ই. কেন্টো (মেক্সিকো, ১·১৮·৪০)	ই·কেন্টো (মেক্সিকো ১·২৩·১৩)	
৫০ কি. মি. হাঁটা	আর গঞ্জালেস (মেক্সিকো, ৩·৪৭·২৬ ঘ.)	আর. গঞ্জালেস (মেক্সিকো, ৩·৪১·৩৮)	আর. গঞ্জালেস (মেক্সিকো ৩·৪৭·২৬)	
ম্যারাথন	সি. লোপেস (পর্তুগাল, ২·০৯·২১)		সি. লোপেস (পর্তুগাল ২·০৯·২১)	

বিশ্বের দ্রুততম পুরুষরা

(১০০ মি. দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন)

১৮৯৬ : টমাস বার্ক (আমেরিকা, ১২·০ সে.) **১৯০০** : ফ্র্যান্সিস জার্ভিস (আমেরিকা ১১·০) **১৯০৪** : আর্চি হান (আমেরিকা ১১·০) **১৯০৮** : আর. ওয়ালকার (দক্ষিণ আফ্রিকা, ১০·৮) **১৯১২** : আর. ক্রেগ (আমেরিকা, ১০·৮) **১৯২০** : চার্লস পেডোক (আমেরিকা ১০·৮) **১৯২৪** : হ্যারল্ড আব্রাহমস্ (গ্রেট ব্রিটেন ১০·৬) **১৯২৮** : পার্শি উইলিয়মস (কানাডা, ১০·৮) **১৯৩২** : এডি টোলান (আমেরিকা ১০·৩) **১৯৩৬** : জেসি ওয়েন্স (আমেরিকা ১০·৩) **১৯৪৮** : ডব্লু ডিলার্ড (আমেরিকা ১০·৩) **১৯৫২** : লিন্ডি র‍্যামিজিনো (আমেরিকা ১০·৪) **১৯৫৬** : ববি মোরো (আমেরিকা ১০·৫) **১৯৬০** : আর্মিন হ্যারি (জার্মানি ১০·২) **১৯৬৪** : রবার্ট হেইজ (আমেরিকা ১০·০) **১৯৬৮** : জেমস হাইনস (আমেরিকা ৯·৯) **১৯৭২** : ভ্যালেরি বরজোভ (রাশিয়া, ১০·১৪) **১৯৭৬** : এইচ ক্রফোর্ড (ত্রিনিদাদ ও ট্যোবাকো, ১০·০৬) **১৯৮০** : অ্যালান ওয়েলস (গ্রেট ব্রিটেন, ১০·২৫) **১৯৮৪** : কার্ল লুইস (আমেরিকা, ৯·৯৯)
১৯৮৮
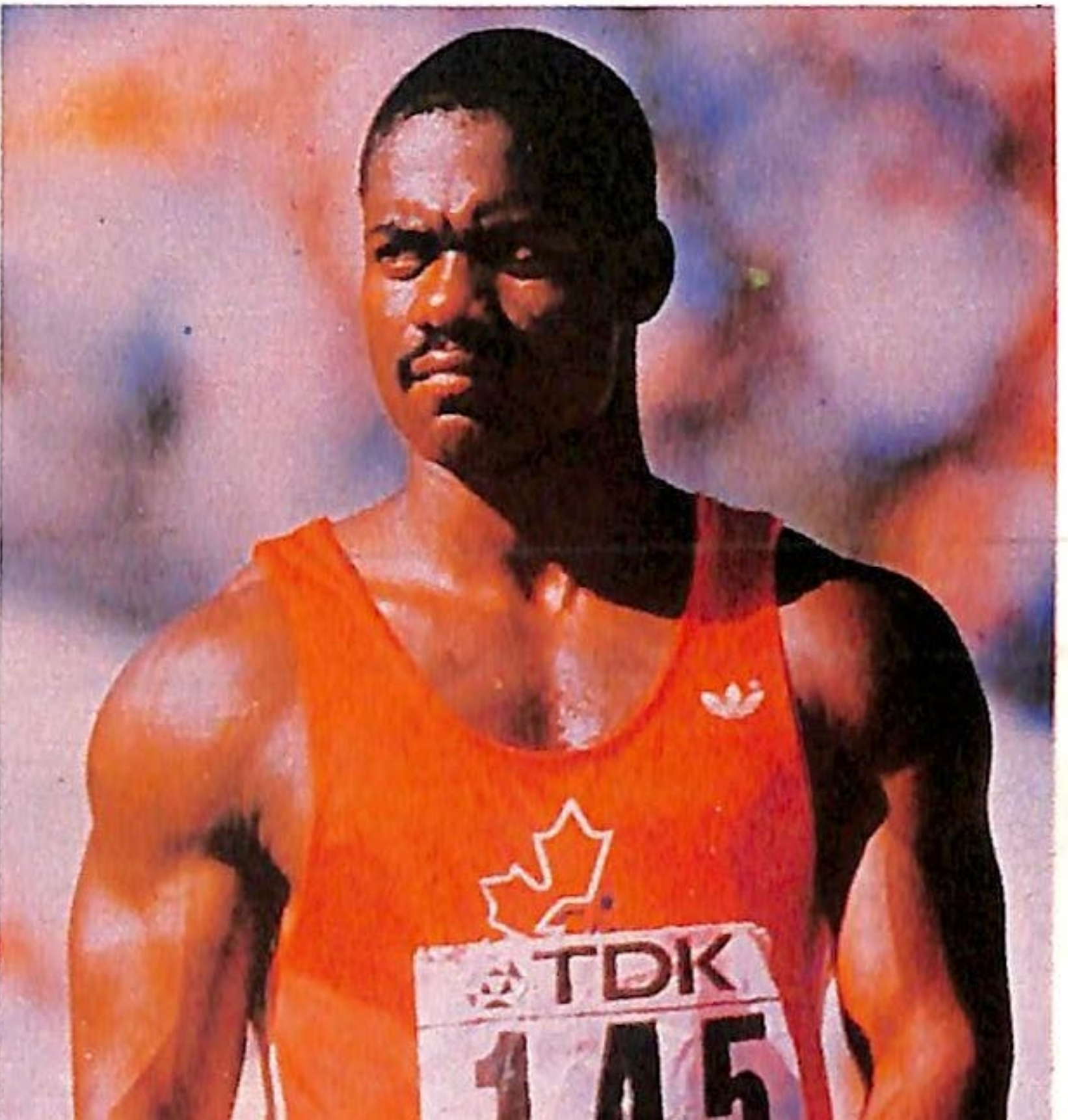
মহিলা বিভাগ	অলিম্পিক রেকর্ড	বিশ্ব রেকর্ড	১৯৮৪-র বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
১০০ মি. দৌড়	ই. অ্যাশফোর্ড (আমেরিকা, ১০·৯৭ সে.)	এফ· জি· জয়নার (আমেরিকা, ১০·৪৯ সে·)	ই. অ্যাশফোর্ড (আমেরিকা, ১০·৯৭)	
২০০ মি. দৌড়	ভি. ব্রিস্কো-হুকস (আমেরিকা, ২১·৮১ সে.)	মারিটা কখ ও এইচ. ড্রেশলার (পূর্ব জার্মানি ২১·৭১)	ভি. ব্রিস্কো-হুকস (আমেরিকা ২১·৮১)	
৪০০ মি. দৌড়	ভি. ব্রিস্কো-হুকস (আমেরিকা, ৪৮·৮৩ সে.)	মারিটা কখ (পূর্ব জার্মানি, ৪৭·৬০)	ভি. ব্রিস্কো-হুকস (আমেরিকা, ৪৮·৮৩)	
৮০০ মি. দৌড়	এন. ওলিজারইয়েনকো (রাশিয়া, ১·৫৩·৪৩ মি.)	জে. ক্রেটচভিলবা (চেকশ্লো. ১·৫৩·২৮)	ডি. ম্যালিনটে (রুমানিয়া ১·৫৭·৬০)	
১৫০০ মি. দৌড়	টি. কাজানকিনা (রাশিয়া, ৩·৫৬·৫৬ মি.)	টি. কাজানকিনা (রাশিয়া, ৩·৫২·৪৭)	জি· ডরিও (ইতালি, ৪·০৩·২৫)	
৩০০০ মি. দৌড়	এম. পুইশা (রুমানিয়া, ৮·৩৫·৯৬ মি.)	টি. কাজানকিনা (রাশিয়া, ৮·২২·৬২)	এম. পুইশা (রুমানিয়া, ৮·৩৫·৯৬)	
১০০০০ মি. দৌড়		ই. ক্রিস্টিয়ানসেন (নরওয়ে, ৩০·১৩·৭৪)	নতুন প্রতিযোগিতা	

মহিলা বিভাগ	অলিম্পিক রেকর্ড	বিশ্বরেকর্ড	১৯৮৪-র বিজয়ী	১৯৮৮-র বিজয়ী
৪×১০০ মি. রিলে	পূর্ব জার্মানি (৪১·৬০ সে.)	পূর্ব জার্মানি (৪১·৩৭)	আমেরিকা (৪১·৬৫)	
৪×৪০০ মি. রিলে	আমেরিকা (৩·১৮·২৯ মি·)	পূর্ব জার্মানি (৩·১৫·৯২)	আমেরিকা (৩·১৮·২৯)	
১০০ মি. হার্ডলস	ভি· কোমিসকোভা (রাশিয়া, ১২·৫৬)	ই· ডনকোভা (বুলগেরিয়া, ১২·২১)	বি· এফ· ব্রাউন (আমেরিকা, ১২·৮৪)	
৪০০ মি· হার্ডলস	এন· মৌতায়েকেল (মরক্কো, ৫৪·৬১)	এম· স্টেপানোভা (রাশিয়া, ৫২·৯৪)	এন· মৌতায়েকেল (মরক্কো, ৫৪·৬১)	
ম্যারাথন	জে· বেনইট (আমেরিকা ২·২৪·৫২ ঘ.)		জে. বেনইট (আমেরিকা ২·২৪·৫২)	

ফিল্ড ইভেন্ট

ফিল্ড ইভেন্টের মধ্যে আছে থ্রোয়িং এবং জাম্পিং । থ্রোয়িংয়ের মধ্যে আছে শটপাট, ডিসকাস, জ্যাভেলিন এবং হ্যামার থ্রো । জাম্পিংয়ের মধ্যে পড়ে লং জাম্প, ট্রিপল জাম্প, হাইজাম্প এবং পোলভল্ট । এছাড়া পুরুষ বিভাগে সার্বিক প্রতিযোগিতা ডেকাথলনে আছে দশটি বিষয় : ১০০ মি. দৌড়, লং জাম্প, শটপাট, হাই জাম্প, ৪০০ মি. দৌড়, ১১০ মি. হার্ডলস, ডিসকাস থ্রো, পোলভল্ট, জ্যাভলিন থ্রো এবং ১৫০০ মি. দৌড় । এটি দু দিন ধরে হয়, প্রতিদিন ৫টি করে ইভেন্ট । মেয়েদের হয় হেপ্টাথলন : ১০০ মি. হার্ডলস, শটপাট, হাইজাম্প, ২০০ মি. দৌড়, লং জাম্প, জ্যাভলিন থ্রো এবং ৮০০ মি. দৌড় । এটিও দুদিন ধরে হয় । প্রথম দিন ৪টি ইভেন্ট, দ্বিতীয় দিন ৩টি ।

পুরুষ বিভাগ	অলিম্পিক রেকর্ড	বিশ্ব রেকর্ড	১৯৮৪-এর বিজয়ী	১৯৮৮-এর বিজয়ী
হাই জাম্প	জি. ওয়েসিগ (পূর্ব জার্মানি, ২·৩৬ মি.)	প্যাট্রিক সোবার্গ (সুইডেন, ২·৪২ মি)	ডি. মগেনবার্গ (পশ্চিম জার্মানি, ২·৩৫)	
লং জাম্প	বব বীমন (আমেরিকা, ৮·৯০ মি.)	বব বীমন (আমেরিকা, ৮·৯০)	কার্ল লুইস (আমেরিকা, ৮·৫৪)	
পোলভল্ট	ডব্লু. কোজাকোইয়ুজ (পর্তুগাল, ৫·৭৮ মি.)	সের্গেই বুবকা (রাশিয়া, ৬·০৬ মি.)	পি. কুইনন (ফ্রান্স, ৫·৭৫)	
ট্রিপলজাম্প	ভি. সানিয়েভ (রাশিয়া, ১৭·৩৯ মি.)	উইলি ব্যাংক্স (আমেরিকা, ১৭·৯৭)	এ. জয়নার (আমেরিকা, ১৭·২৬)	
শটপাট	ভি. কিশেলইয়েভ (রাশিয়া, ২১·৩৫ মি.)	উলফ টিম্যারম্যান (পূর্ব জার্মানি, ২৩·০৬ মি.)	এ. অন্দ্রেই (ইতালি, ২১·২৬)	
ডিসকাস	এম. উইলকিনস (আমেরিকা, ৬৭·৫০ মি.)	জুরগেন শুলট (পূর্ব জার্মানি, ৭৪·০৮)	আর. ডান্নেবার্গ (পশ্চিম জার্মানি, ৬৬·৬০)	
হ্যামার	ওয়াই. সিডিয়াক (রাশিয়া, ৮১·৮০ মি.)	ওয়াই. সিডিয়াক (রাশিয়া, ৮৬·৭৪ মি.)	জে. টিয়াইনেন (ফিনল্যান্ড, ৭৮·০৮)	
জ্যাভলিন	এম. নামেথ (হাঙ্গেরি, ৯৪·৫৮ মি.)	জে. জেলেজনি (চেকোশ্লাভিয়া, ৮৭·৬৬)	এ. হায়েরকোনেন (ফিনল্যান্ড, ৮৬·৭৬)	

ডেকাথলন	ডি. থমসন (ব্রিটেন, ৮৭৯৭ প.)	ডি. থমসন (ব্রিটেন, ৮৮৪৭ প.)	ডি. থমসন (৮৭৯৭ প.)	

মহিলা বিভাগ	অলিম্পিক রেকর্ড	বিশ্বরেকর্ড	১৯৮৪-র বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
হাইজাম্প	ইউ. মেফার্থ (পশ্চিম জার্মানি, ২·০২ মি.)	এস. কোস্টাডিনোভা (বুলগেরিয়া, ২·০৯)	ইউ. মেফার্থ (পশ্চিম জার্মানী, ২·০২)	
লংজাম্প	টি. কল্লাকভা (রাশিয়া, ৭·০৬ মি.)	গ্যালিনা কিশ্চিয়া কোভা (রাশিয়া, ৭·৫২)	এ. স্টেনসু (রুমানিয়া, ৬·৯৬ মি.)	
শটপাট	আই. স্লুপিয়ানেক (পূর্ব জার্মানি, ২২·৪১ মি.)	এন. লিসোভাসকারা (রাশিয়া, ২২·৬৩)	সি. লোস (পশ্চিম জার্মানি, ২০·৪৮)	
ডিসকাস	ই. জাল-সেলক (পূর্ব জার্মানি ৬৯·৯৬ মি.)	গ্যাব্রিয়েলে রেইনশ্চ (পূর্ব জার্মানি, ৭৬·৮০)	আর. স্ট্যালম্যান (হল্যান্ড, ৬৫·৩৬)	
জ্যাভেলিন	টি. স্যান্ডারসন (গ্রেট ব্রিটেন, ৬৯·৫৬ মি.	পি. ফাল্কে (পূর্ব জার্মানি ৭৮·৯০)	টি. স্যান্ডারসন (গ্রেট ব্রিটেন, ৬৯·৫৬)	
হেপ্টাথলন	জি. নুন (অস্ট্রেলিয়া, ৬৩৯০ প.)	জ্যাকিজয়নার (আমেরিকা, ৭২১৫)	জি. নুন (অস্ট্রেলিয়া ৬৩৯০)	

ইয়টিং
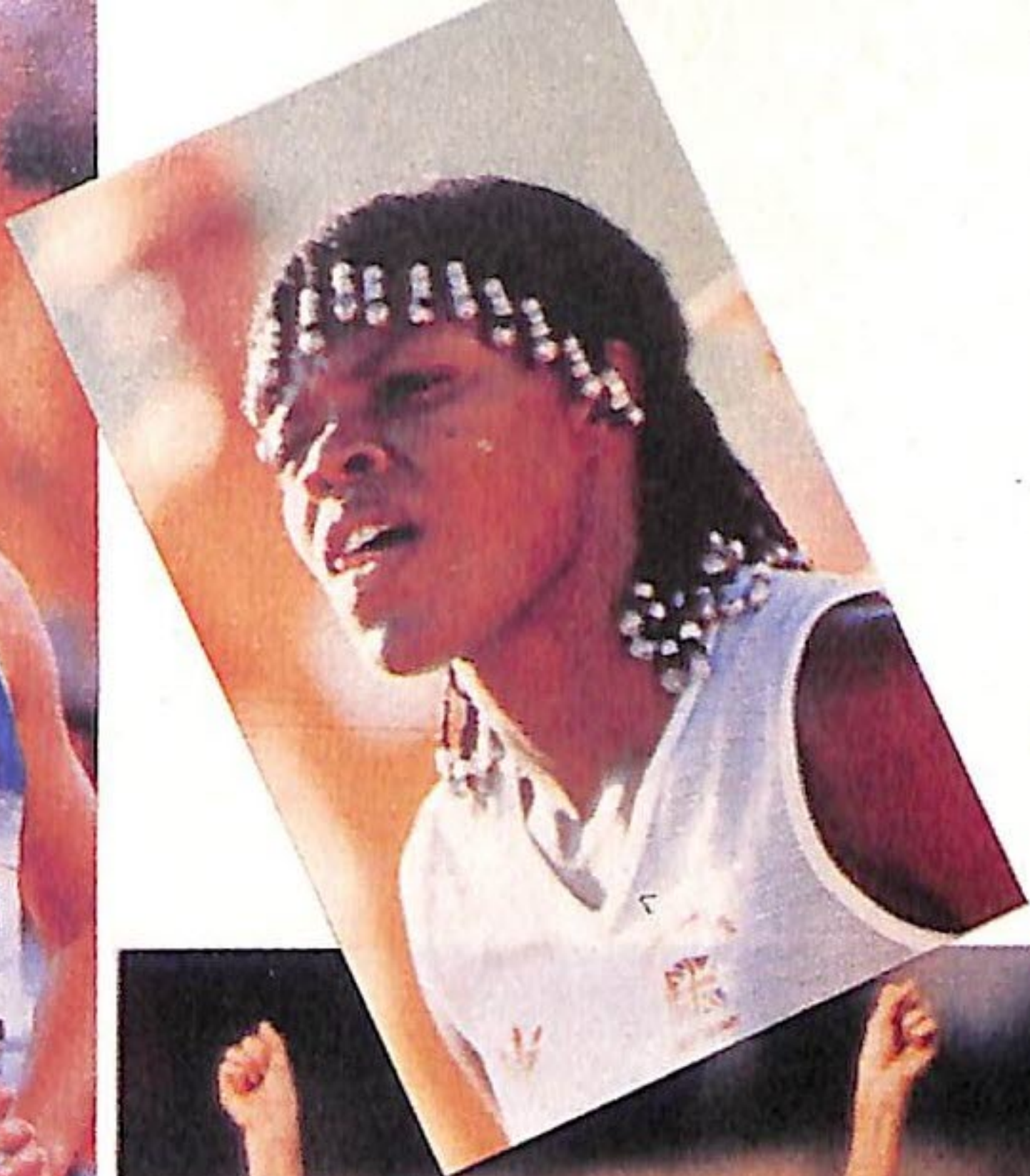
এই প্রতিযোগিতা সাতটি ধরনের হয়ে থাকে। এগুলি : সোলিং, স্টার, ফ্লাইং ডাচম্যান, ফিন, টরনেডো, ডিভিসন ২ এবং ৪৭০ ক্লাস। শেষেরটি পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতা হবে ২০ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর।

বিভাগ	১৯৮৪-এর বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
সোলিং	আমেরিকা	________
স্টার	আমেরিকা	________
ফ্লাইং ডাচম্যান	আমেরিকা	________
ফিন	আর কুটস (নিউজিল্যান্ড)	________
টরনেডো	নিউজিল্যান্ড	________
ডিভিসন ২	নতুন প্রতিযোগিতা	________
৪৭০ ক্লাস (পুরুষ)	নতুন প্রতিযোগিতা	________
৪৭০ ক্লাস (মহিলা)	নতুন প্রতিযোগিতা	________

কুস্তি

দু ধরনের প্রতিযোগিতা অলিম্পিকে হয়ে থাকে : ফ্রিস্টাইল এবং গ্রীকো-রোমান। গ্রীকো-রোমান লড়াইয়ে পায়ের ব্যবহারে নানা নিষেধ আছে। প্রত্যেকটি লড়াই ১২ মিটার স্কোয়ার ম্যাটের উপর হয়। এবং নির্ধারিত সময় দু বার তিন মিনিটের। যদি নির্দিষ্ট সময়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর পয়েন্ট সমান হয়, তখন রেফারি লড়াইয়ের সময় বাড়াতে পারেন, যতক্ষণ না একজন একটি অতিরিক্ত টেকনিক্যাল পয়েন্ট পান। প্রতিযোগিতা চলবে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর।

ওয়েট শ্রেণী	১৯৮৪-এর বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
ফ্রিস্টাইল		
৪৮ কেজি পর্যন্ত	আর. ওয়েভার (আমেরিকা)	________
৫২ "	এস. ট্রেসটেনা (যুগোশ্লাভিয়া)	________
৫৭ "	এইচ. টোমিয়ামা (জাপান)	________
৬২ "	আর. লুইস (আমেরিকা)	________
৬৮ "	আই টি. ইউ (দক্ষিণ কোরিয়া)	________
৭৪ "	ডি. শুলৎজ (আমেরিকা)	________
৮২ "	এম. শুলৎজ (আমেরিকা)	________
৯০ "	ই. বেনাচ (আমেরিকা)	________
১০০ "	এল. বেনাচ (আমেরিকা)	________
১৩০ "	বি. বামগ্রেটনার (আমেরিকা)	________

ওয়েট শ্রেণী	১৯৮৪-র বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
গ্রীকো রোমান		
৪৮ কেজি পর্যন্ত	ভি. মেনাজা (ইতালি)	______
৫২ ,,	এ. মিয়ারা (জাপান)	______
৫৭ ,,	পি. প্যাসারিলি (প. জার্মানী)	______
৬২ ,,	ডব্লু কে. কিম (দ. কোরিয়া)	______
৬৮ ,,	ভি. লিসজেক (যুগোশ্লাভিয়া)	______
৭৪ ,,	জে. সালমাকি (ফিনল্যান্ড)	______
৮২ ,,	আই. ড্রেইকা (রুমানিয়া)	______
৯০ ,,	এস. ফ্রেজার (আমেরিকা)	______
১০০ ,,	ভি. অ্যান্দ্রেই (রুমানিয়া)	______
১৩০ ,,	জে. ব্যাটনিক (আমেরিকা)	______
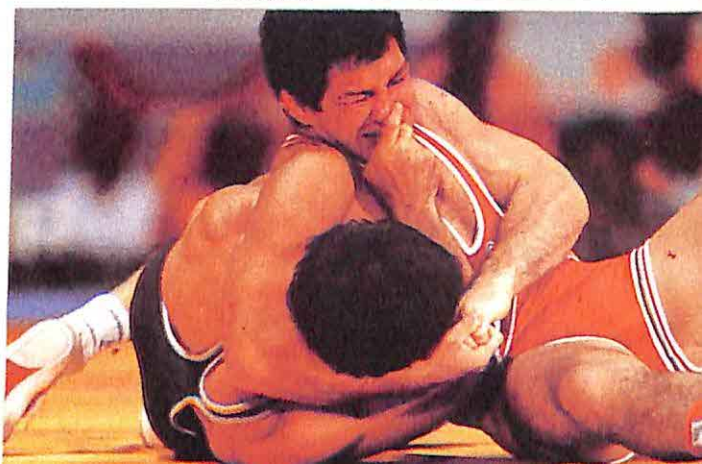
ক্যানয়িং

দু ধরনের ক্যানয়িং প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে । কয়াক এবং কানাডিয়ান । নানা দূরত্বে এটি হয় । পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন । প্রতিযোগিতা শুরু ২৬ সেপ্টেম্বর, শেষ ১ অক্টোবর ।

পুরুষ বিভাগ	১৯৮৪-র বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
৫০০ মি.		
কয়াক সিঙ্গলস (কে-ওয়ান)	আই. ফার্গুসন (নিউজিল্যান্ড)	
কয়াক পেয়ারস (কে-টু)	নিউজিল্যান্ড	
কানাডিয়ান সিঙ্গলস (সি-ওয়ান)	এল. কেয়িন (কানাডা)	
কানাডিয়ান পেয়ারস (সি-টু)	যুগোশ্লাভিয়া	

বিভাগ	গতবারের বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
১০০০ মি.		
কয়াক সিঙ্গলস (কে-ওয়ান)	এ. থমসন (নিউজিল্যান্ড)	
কয়াক পেয়ারস (কে-টু)	কানাডা	
কয়াক-ফোর'স (কে-ফোর)	নিউজিল্যান্ড	
কানাডিয়ান সিঙ্গলস (সি-ওয়ান)	ইউ. এইকি (প. জার্মানি)	
কানাডিয়ান পেয়ারস (সি-টু)	রুমানিয়া	
মহিলা		
৫০০ মি.		
কয়াক সিঙ্গলস (কে-ওয়ান)	এ. অ্যান্ডারসন (সুইডেন)	
কয়াক পেয়ারস (কে-টু)	সুইডেন	
কয়াক ফোর'স (কে-ফোর)	রুমানিয়া	

ঘোড়সওয়ারী

এই প্রতিযোগিতা পুরুষদের ব্যক্তিগত ও দলগত এবং তিন ধরনের : শো জাম্পিং, ড্রেসেজ এবং থ্রি ডে ইভেন্ট। শো জাম্পিংয়ের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১২ থেকে ১৫টি বাধা পেরোতে হয়। সবচেয়ে কম ভুল করে যে প্রতিযোগীরা তারাই সর্বাধিক পয়েন্ট নিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে যান। শো জাম্পিংয়ের দলগত প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক দলে ৪ জন করে থাকেন। ড্রেসেজ হল ঘোড়া এবং তার সওয়ারের মধ্যের সম্পর্ক পরীক্ষার প্রতিযোগিতা। ঘোড়ার হাঁটাচলা, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি নানা বিষয় এই প্রতিযোগিতায় পয়েন্টের বিচার্য হয়। থ্রি ডে ইভেন্টে থাকে শো জাম্পিং, ড্রেসেজ এবং ক্রশ কান্ট্রি দৌড়। এই প্রতিযোগিতা চলবে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর।

বিভাগ	গতবারের বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
শো জাম্পিং ব্যক্তিগত	জে. ফারগিস (আমেরিকা)	
দলগত	আমেরিকা	
ড্রেসেজ ব্যক্তিগত	আর. ক্লিমকি (পশ্চিম জার্মানি)	
দলগত	পশ্চিম জার্মানি	
থ্রি ডে ইভেন্ট ব্যক্তিগত	এম. টোড (নিউজিল্যান্ড)	
দলগত	আমেরিকা	

জিমন্যাস্টিক

জিমন্যাস্টিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে আট ধরনের প্রতিযোগিতা আছে : ফ্লোর এক্সারসাইজ, পমেল হর্স, রিংস, হর্সভল্ট, প্যারালাল বার, হরাইজেন্টাল বার, ইনডিভিজুয়াল কম্বাইন্ড এক্সারসাইজ এবং দলগত জিমন্যাস্টিক। ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর প্রত্যেক বিভাগে দশ পয়েন্টের মধ্যে নম্বর দেওয়া হয়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সাত রকমের : হর্স ভল্ট, আনইভেন বারস, ব্যালান্স বিম, ফ্লোর এক্সারসাইস, ইনডিভিজুয়াল কম্বাইন্ড এক্সারসাইজ, দলগত জিমন্যাস্টিক এবং রিদিমিক জিমন্যাস্টিক। এই প্রতিযোগিতা চলবে ১৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর।
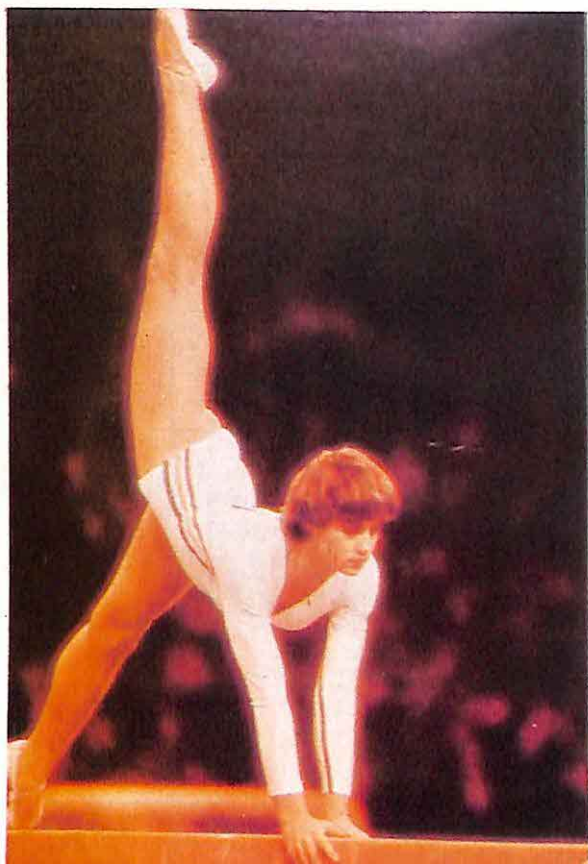
পুরুষদের বিভাগ	গতবারের জয়ী	এবারের জয়ী
ফ্লোর এক্সারসাইজ	লি.নিং (চীন)	
পমেল হর্স	লি নিং (চীন)	
	পি. ভিডমার (আমেরিকা)	
রিংস	কে. গুসিকেন (জাপান)	
	লি. নিং (চীন)	
হর্সভল্ট	ওয়াই. লু (চীন)	
প্যারালাল বারস্	বি. কোনার (আমেরিকা)	
হরাইজেন্টাল বার	এস. মরিসুই (জাপান)	
কম্বাইন্ড এক্সারসাইজ	কে. গুসিকেন (জাপান)	
দলগত প্রতিযোগিতা	আমেরিকা	

মহিলাদের বিভাগ	গতবারের জয়ী	এবারের জয়ী
হর্স ভল্ট	ই. জাবো (রুমানিয়া)	
আনইভেন বারস্	মা. ইয়ান হং (চীন)	
	জে. ম্যাকনামারা (আমেরিকা)	
ব্যালান্স বিম	এস. পাউসা (রুমানিয়া)	
	ই. জাবো (রুমানিয়া)	
ফ্লোর এক্সারসাইজ	ই. জাবো (রুমানিয়া)	
রিদমিক প্রতিযোগিতা	এল. ফাং (কানাডা)	
কম্বাইন্ড এক্সারসাইজ	এম. এল. রেটন (আমেরিকা)	
দলগত প্রতিযোগিতা	রুমানিয়া	
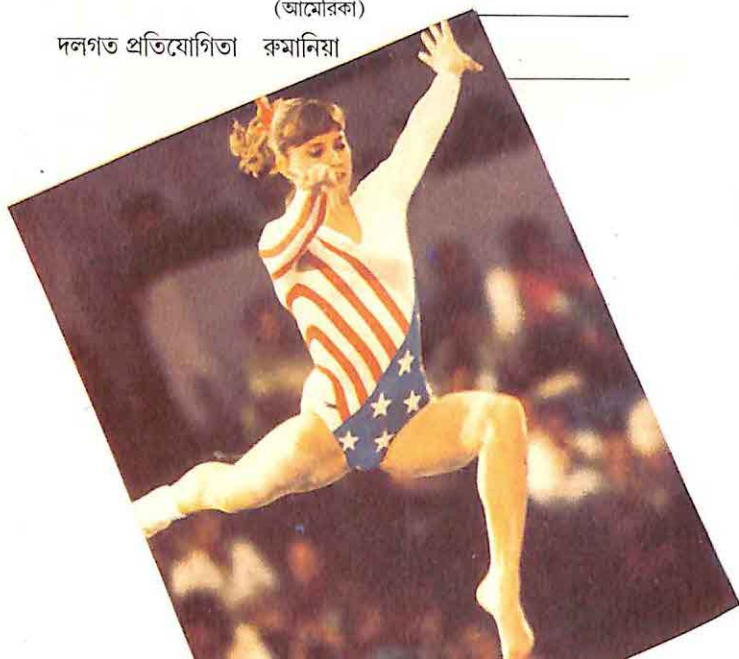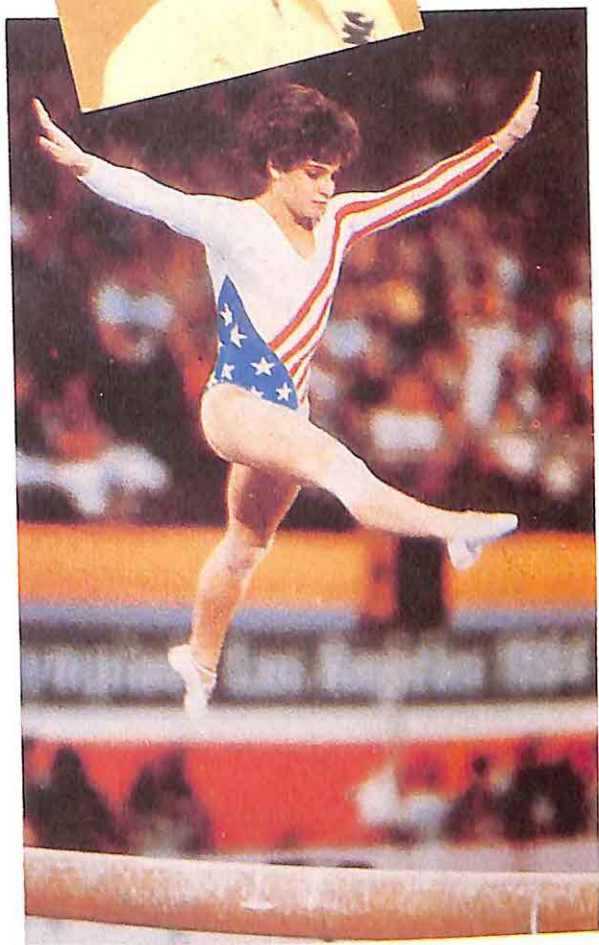
জুডো

প্রবল শারীরিক সক্ষমতা, দ্রুততা ইত্যাদি গুণ না থাকলে ভাল জুডোকা হওয়া যায় না। ১৯৬৪ সালে জুডো অলিম্পিকের অন্তর্গত হয়। বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে এই প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতা চলবে সেপ্টেম্বর ২৫ থেকে ১ অক্টোবর।

ওয়েট বিভাগ	১৯৮৪-র বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
৬০ কেজি পর্যন্ত	এস. হোসকায়া (জাপান)	________
৬৫ ,,	ওয়াই. মোৎসুকা (জাপান)	________
৭১ ,,	বি. কে. আন (দ. কোরিয়া)	________
৭৮ ,,	এফ. উইনেকে (প. জার্মানি)	________
৮৬ ,,	পি. সেইসেনবাচের (অস্ট্রিয়া)	________
৯৫ ,,	এইচ. জেড. হা (দ. কোরিয়া)	________
৯৫ কেজির অধিক	এইচ. সাইতো (জাপান)	________

টেনিস

এখন অন্যতম আকর্ষণীয় ও অর্থকরী খেলা টেনিস ১৯২৪ সাল অবধি অলিম্পিকের অন্তর্গত ছিল। তারপর থেকে তা একেবারেই পেশাদারদের দখলে চলে যায়। গত ১৯৮৪-এর অলিম্পিকে প্রদর্শনমূলক প্রতিযোগিতা থাকার পর এবার থেকে টেনিস অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। টেনিসে এবার চারটি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে : পুরুষদের সিঙ্গলস্, ডাবলস্ এবং মহিলাদের সিঙ্গলস্ ও ডাবলস্। পুরুষদের প্রত্যেকটি ম্যাচ হবে পাঁচ সেটের, মহিলাদের তিন সেটের। টাইব্রেকারে মীমাংসা হতে পারে প্রত্যেক সেটেই, একমাত্র ফাইনাল ছাড়া। ফাইনালে পরিষ্কার দু গেমের ব্যবধানে সেট জিততে হবে। পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস ফাইনাল হবে ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর।

বিভাগ	এবারের বিজয়ী
সিঙ্গলস্ (পুরুষ)	
ডাবলস্ (পুরুষ)	
সিঙ্গলস্ (মহিলা)	
ডাবলস (মহিলা)	

টেবিল টেনিস

এই বছরেই প্রথম টেবিল টেনিস অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। প্রতিযোগিতা হবে চারটি বিভাগে : পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস। প্রাথমিক রাউন্ডের খেলার পর প্লে অফ ম্যাচে ক্রমপর্যায়ে স্থান নির্ণয় হবে। সিঙ্গলস ম্যাচ পাঁচ সেটের এবং ডাবলস তিন সেটের হবে। সমস্ত ফাইনাল হবে ১ অক্টোবর।

বিভাগ	এবারের বিজয়ী
সিঙ্গলস (পুরুষ)	
ডাবলস (পুরুষ)	
সিঙ্গলস (মহিলা)	
ডাবলস (মহিলা)	
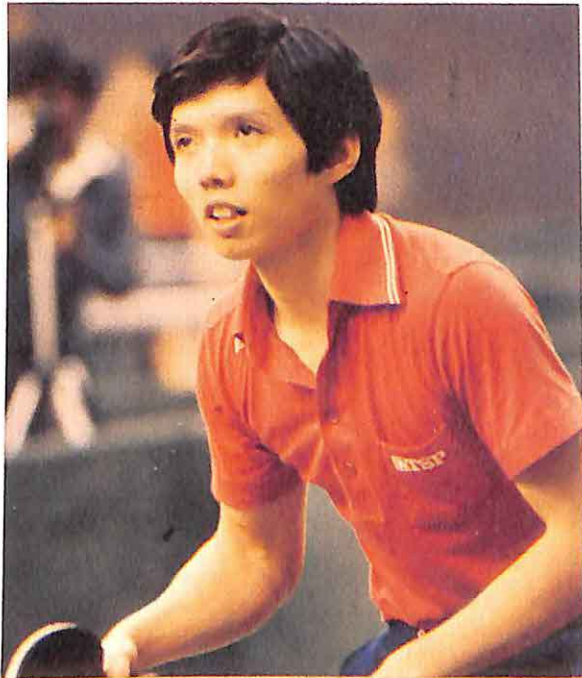
তীরন্দাজি

তীরন্দাজি খুব সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো খেলা। ৩য় শতকে এটি আধুনিক রূপ পায় বলে অনেকের ধারণা। অলিম্পিকে বর্তমানে এটি একটি বিশেষ আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা হিসেবে চিহ্নিত। প্রাথমিক রাউন্ডে পুরুষদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য যথা ৯০ মিটার, ৭০ মি., ৫০ মি. এবং ৩০ মিটারে ৩৬টি তীর ছুঁড়তে হয় ; মহিলাদের ক্ষেত্রে দূরত্ব ৭০ মি., ৬০ মি., ৫০ মি. এবং ৩০ মি.। সর্বাধিক লক্ষ্যভেদকারী পরবর্তী রাউন্ডে যান। রাউন্ড এগনোর সঙ্গে সঙ্গেই তীর ছোঁড়ার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ক্ষেত্রেই দলগত প্রতিযোগিতা এই অলিম্পিক থেকে শুরু হচ্ছে। পুরুষ ও মহিলা ব্যক্তিগত ফাইনাল ৩০ সেপ্টেম্বর এবং দলগত ফাইনাল ১ অক্টোবর।

বিজয়ী পুরুষ

১৯৭২ জে. উইলিয়মস (আমেরিকা) ১৯৭৬ ডি. পেস (আমেরিকা) ১৯৮০ টি পক্‌লাইনেন (ফিনল্যান্ড) ১৯৮৪ ডি. পেস (আমেরিকা) ১৯৮৮

বিজয়ী মহিলা

১৯৭২ ডি. উইলবুর (আমেরিকা) ১৯৭৬ এল. রেয়ন (আমেরিকা) ১৯৮০ কে. লোসাবেরিৎস (রাশিয়া) ১৯৮৪ এইচ. এস. সিও (কোরিয়া) ১৯৮৮

পেন্টাথলন

আধুনিক মারণাস্ত্র আবিষ্কারের আগে যুদ্ধ বিগ্রহ ও সংবাদ আদান প্রদানের প্রয়োজনে সামরিক বৃত্তিধারীকে সর্বক্রীড়া বিশারদ হতে হত। সেই লক্ষ্যে অলিম্পিক গেমসে পেন্টাথলন প্রতিযোগিতার প্রচলন। আগে সামরিক বিভাগের জন্য ইভেন্টটি চিহ্নিত ছিল। তখন যে পাঁচটি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হল : ডিসকাস থ্রো, লং জাম্প, জ্যাভলিন, দৌড় এবং কুস্তি।
বর্তমানে পেন্টাথলনের পাঁচটি ভাগ হল : অশ্বারোহণ, অসিচালনা, সাঁতার (৩০০ মি. ফ্রিস্টাইল), শুটিং এবং ক্রশ কান্ট্রি দৌড় (৪০০০ মি.)। এটি ব্যক্তিগত ও দলগত দু-ধরনেরই হয়ে থাকে। এই প্রতিযোগিতা চলবে পাঁচ দিন ধরে, ১৮ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর।

বিজয়ী পুরুষ

১৮৯৬-১৯০৮ অবধি এই প্রতিযোগিতা হয়নি। ১৯১২ গুস্তাফ লিলিহুক (সুইডেন) ১৯২০ গুস্তাফ ড্রাইসেন (সুইডেন) ১৯২৪ বো লিন্ডম্যান (সুইডেন) ১৯২৮ এস. থোফেল্ট (সুইডেন) ১৯৩২ জে. ওক্সেনস্টিয়েরনা (সুইডেন) ১৯৩৬ জি. হেনড্রিক (জার্মানী) ১৯৪৮ ডব্লু গ্রুট (সুইডেন) ১৯৫২ এল. হল (সুইডেন) ১৯৫৬ এল. হল (সুইডেন) ১৯৬০ এফ. নেমেথ (হাঙ্গেরি) ১৯৬৪ এফ. টোরোক (হাঙ্গেরি) ১৯৬৮ বিয়র্ন ফার্ম (সুইডেন) ১৯৭২ এ. বালজো (হাঙ্গেরি) ১৯৭৬ জে. পেসিয়েক (পোলান্ড) ১৯৮০ এ স্ট্রেরোস্টিন (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ১৯৮৪ ড্যানিয়েল মাশালা (ইতালি)
১৯৮৮

বিজয়ী দেশ

১৯৫২ হাঙ্গেরি ১৯৫৬ সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬০ হাঙ্গেরি ১৯৬৪ সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬৮ হাঙ্গেরি ১৯৭২ সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৬ গ্রেট ব্রিটেন ১৯৮০ সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৮৪ ইতালি
১৯৮৮

ফুটবল

এবারের অলিম্পিকে ১৬টি দেশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য লড়াই করবে। দেশগুলিকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপগুলি এরকম : এ : চীন, পশ্চিম জার্মানী, সুইডেন, টিউনিশিয়া ; বি : জাম্বিয়া, ইরাক, ইতালি, মেক্সিকো ; সি : দক্ষিণ কোরিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা ; ডি : ব্রাজিল, নাইজিরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও যুগোস্লাভিয়া। প্রত্যেক গ্রুপের প্রথম দুটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে। তারপর নক আউট প্রথায় খেলা চলবে। নিয়মানুসারে কেবলমাত্র অপেশাদার খেলোয়াড়রাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে। পেশাদারি 'তারকা' না থাকার জন্যই বোধহয় বিশ্বে সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা ফুটবল অলিম্পিকে খুব একটা জনপ্রিয় নয়। ফুটবল ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১ অক্টোবর।

বিজয়ী দেশ

১৯০৮ গ্রেট ব্রিটেন ১৯১২ গ্রেট ব্রিটেন ১৯২০ বেলজিয়াম ১৯২৪ উরুগুয়ে ১৯২৮ উরুগুয়ে ১৯৩২ প্রতিযোগিতা হয়নি ১৯৩৬ ইতালি ১৯৪৮ সুইডেন ১৯৫২ হাঙ্গেরি ১৯৫৬ সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬০ যুগোস্লাভিয়া ১৯৬৪ হাঙ্গেরি ১৯৬৮ হাঙ্গেরি ১৯৭২ পোলান্ড ১৯৭৬ পূর্বজার্মানি ১৯৮০ চেকস্লোভাকিয়া ১৯৮৪ ফ্রান্স
১৯৮৮

বক্সিং

বক্সিং প্রতিযোগিতা বারটি 'ওয়েট' বিভাগে বিভক্ত। খেলা হয় নক আউট পদ্ধতিতে। প্রতি লড়াই তিন রাউন্ডের, প্রতি রাউন্ড তিন মিনিট। জয়ের নিষ্পত্তি হয় তিনভাবে ; এক, নক আউট দ্বারা, দুই, রেফারি যদি পরাজিতের নিরাপত্তার জন্য খেলা থামিয়ে দেন এবং তিন, পয়েন্টের ব্যবধানে। বিশ্বের বহু নামী পেশাদার বক্সার প্রথমে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন, এর মধ্যে আছেন—জর্জ ফোরম্যান, জো ফ্রেজিয়ার, মহম্মদ আলি, লিওন ও মাইকেল স্পিঙ্কস। ফাইনাল নির্দিষ্ট আছে ১ এবং ২ অক্টোবর।
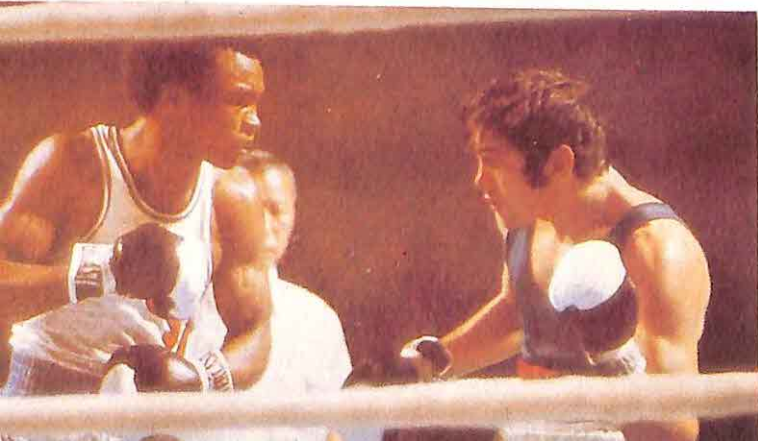
বিভাগ	গত অলিম্পিকের জয়ী	এবারের জয়ী
লাইট ফ্লাইওয়েট (৪৮ কেজি)	পি গঞ্জালেস (আমেরিকা)	______
ফ্লাইওয়েট (৫১ কেজির কম)	এস. ম্যাকক্রির (আমেরিকা)	______
ব্যান্টমওয়েট (৫৪ কেজির কম)	এম. স্টেসা (ইতালি)	______
ফেদারওয়েট (৫৭ কেজির কম)	এম. টেলর (আমেরিকা)	______
লাইটওয়েট (৬০ কেজির কম)	পি. হুইটেকর (আমেরিকা)	______
লাইট ওয়েল্টার ওয়েট (৬৩·৫ কেজির কম)	জে. পেজ (আমেরিকা)	______
ওয়েল্টারওয়েট (৬৭ কেজির কম)	এম. ব্রেল্যান্ড (আমেরিকা)	______
লাইট মিডলওয়েট (৭১ কেজির কম)	এফ. টেট (আমেরিকা)	______
মিডলওয়েট (৭৫ কেজির কম)	জে. শিন (কোরিয়া)	______
লাইট হেভিওয়েট (৮১ কেজির কম)	এ. জোসিপোভিক (যুগোশ্লাভিয়া)	______
হেভিওয়েট (৯১ কেজির কম)	এইচ. টিলম্যান (আমেরিকা)	______
সুপার হেভিওয়েট (৯১ কেজির বেশি)	টি. বিগস্ (আমেরিকা)	______

বাস্কেটবল

ইন্ডোর গেম। প্রতি দলে ৫ জন খেলোয়াড় থাকে। পরিবর্ত সাধারণত ৫ জন, কখনো কখনো ৭ জন থাকে। দুই অর্ধ ২০ মিনিট করে, মধ্যে ১০ মি. বিশ্রাম। এছাড়া প্রতি দলের কোচ প্রতি অর্ধে দুবার করে ১ মি. 'টাইম আউট' চাইতে পারেন। এবারের অলিম্পিকে পুরুষ বিভাগে ১২টি দেশ যোগদান করছে দুটি গ্রুপে। সর্বাধিক পয়েন্ট প্রাপ্ত চারটি দেশ প্রতি গ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে উন্নীত হবে। অতঃপর নক-আউট নিয়মে খেলা হবে। পক্ষান্তরে মহিলা বিভাগে প্রতি গ্রুপ থেকে দুটি দেশ সেমি-ফাইনালে যাবে। তারপর নক আউট নিয়মে খেলা। মহিলা এবং পুরুষ ফাইনাল যথাক্রমে ২৯ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর।

বিজয়ী পুরুষ

১৮৯৬-১৯৩২ প্রতিযোগিতা হয়নি। ১৯৩৬ আমেরিকা ১৯৪৮ আমেরিকা ১৯৫২ আমেরিকা ১৯৫৬ আমেরিকা ১৯৬০ আমেরিকা ১৯৬৪ আমেরিকা ১৯৬৮ আমেরিকা ১৯৭২ সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৬ আমেরিকা ১৯৮০ যুগোশ্লাভিয়া ১৯৮৪ আমেরিকা ১৯৮৮

বিজয়ী মহিলা

১৮৯৬-১৯৭২ প্রতিযোগিতা হয়নি। ১৯৭৬ সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৮০ সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৮৪ আমেরিকা ১৯৮৮

ভলিবল

এটি দলগত খেলা। প্রত্যেক দলে ৬ জন খেলোয়াড় থাকে। এবারের অলিম্পিকে পুরুষ, মহিলা দু বিভাগেই খেলা হবে। প্রত্যেকটি ম্যাচ পাঁচ গেমের। জয়ের জন্য কমপক্ষে ১৫ পয়েন্ট প্রয়োজন এবং ব্যবধান ২ পয়েন্টের থাকা আবশ্যিক। পুরুষদের বিভাগে ১২টি এবং মহিলাদের বিভাগে ৮টি দল অংশ নেবে। মহিলা এবং পুরুষ ফাইনাল যথাক্রমে ২৯ সেপ্টেম্বর এবং ২ অক্টোবর।

বিজয়ী পুরুষ

১৮৯৬-১৯৬০ প্রতিযোগিতা হয়নি। ১৯৬৪ রাশিয়া ১৯৬৮ রাশিয়া ১৯৭২ জাপান ১৯৭৬ পোলান্ড ১৯৮০ রাশিয়া
১৯৮৪ আমেরিকা
১৯৮৮

বিজয়ী মহিলা

১৮৯৬-১৯৬০ প্রতিযোগিতা হয়নি। ১৯৬৪ জাপান ১৯৬৮ রাশিয়া ১৯৭২ রাশিয়া ১৯৭৬ জাপান ১৯৮০ রাশিয়া
১৯৮৪ চীন
১৯৮৮

ভারোত্তোলন

ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা দশটি বিভিন্ন 'ওয়েট' বা ওজন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রতিযোগী দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ ওজন তোলার চেষ্টা করেন : এক, স্ন্যাচ এবং দুই ক্লিন ও জার্ক। প্রত্যেক প্রতিযোগী তিনবার করে একই ওজন তোলার সুযোগ পান। সেটিতে সফলকাম হলে তবেই তারা অধিক ওজন তোলেন।

যদি একই ওজন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তোলেন, তখন যে প্রতিযোগীর নিজের ওজন কম তিনিই বিজয়ী সাব্যস্ত হবেন। ১৮ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর এই প্রতিযোগিতা চলবে।
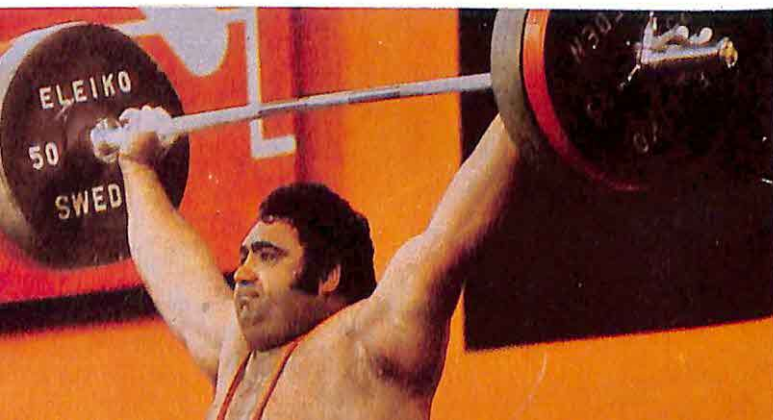
ওজন শ্রেণী	১৯৮৪-এর বিজয়ী ও ওজন	এবারের বিজয়ী ও ওজন
৫২ কেজি পর্যন্ত	জি. জেং (চীন) ২৩৫ কেজি	________
৫৬ ,,	এস. উ (চীন) ২৬৭·৫ কেজি	________
৬০ ,,	ডব্লু চেন (চীন) ২৮২·৫ কেজি	________
৬৭·৫ ,,	জে. ইয় (চীন) ৩২০ কেজি	________
৭৫ ,,	কে এইচ র‍্যাডসিনস্কাই (প. জার্মানী) ৩৪০ কেজি	________
৮২·৫ ,,	পি. বেচিরু (রুমানিয়া)৩৫৫ কেজি	________
৯০ ,,	এন. ভে$_{ল}$দ (রুমানিয়া) ৩৯২·৫ কেজি	________
১০০ ,,	আর. মিলসার (প. জার্মানী) ৩৮৫ কেজি	________
১১০ ,,	এন. ওবারবার্গার (ইতালি) ৩৯০ কেজি	________
১১০ কেজির অধিক	ডি. লুকিম (অস্ট্রেলিয়া) ৪১২·৫ কেজি	________

রোয়িং

প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে নদীতে দাঁড় টানা খেলা একদা চীনে খুব জনপ্রিয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিযোগিতার আদিভূমি চীন। বর্তমানে নানা উন্নত ও অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এই প্রতিযোগিতায়। কোন অলিম্পিক রেকর্ড রাখা হয় না। কারণ জলের স্রোত এক এক প্রতিযোগিতার সময় এক এক রকম থাকে। এই প্রতিযোগিতা হবে সেপ্টেম্বর ১৯ থেকে ২৫ পর্যন্ত।

পুরুষ (২০০০ মি.)

বিভাগ	১৯৮৪-এর বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
সিঙ্গল স্কালস্	পি. কারপিলেন (ফিনল্যান্ড)	
ডাবল স্কালস	আমেরিকা	
কক্সলেস পেয়ারস	রুমানিয়া	
কক্সসড পেয়ারস	ইতালি	
কক্সলেস ফোরস	নিউজিল্যান্ড	
কক্সসড ফোরস	গ্রেট ব্রিটেন	
কোয়াড্রুপল স্কালস	পশ্চিম জার্মানি	
কক্সড এইট	কানাডা	

মহিলা (২০০০ মি.)

বিভাগ	১৯৮৪-এর বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
সিঙ্গল স্কালস্	ভি. রেচিলা (রুমানিয়া)	
ডাবল স্কালস্	রুমানিয়া	
কক্সলেস পেয়ারস	রুমানিয়া	
কক্সডস ফোরস	রুমানিয়া	
কোয়াড্রুপল স্কালস্	রুমানিয়া	
কক্সসড এইট	আমেরিকা	

শুটিং

শুটিং-এ পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা আছে। দুটি 'ওপেন' প্রতিযোগিতা আছে যেখানে পুরুষ এবং মহিলা একই সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। স্কিট এবং অলিম্পিক ট্র্যাপ শুটিং। এই প্রতিযোগিতা চলবে ১৮ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর।

পুরুষ বিভাগ	গতবারের জয়ী	এবারের জয়ী
র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তল (২৫ মি.)	টি. কামাচি (জাপান)	________
ফ্রি পিস্তল (৫০ মি.)	এইচ. জিউ (চীন)	________
এয়ার পিস্তল (১০ মি.)	নতুন প্রতিযোগিতা	________
রানিং গেম (৫০ মি.)	ওয়াই লি (চীন)	________
স্মল বোর থ্রিপজিসন (৫০ মি.)	এম. কপার (গ্রেট ব্রিটেন)	________
স্মল বোর-প্রন পজিসন (৫০ মি.)	ই. ইজেল (আমেরিকা)	________
এয়ার রাইফেল (১০ মি.)	পি. হেবারলি (ফ্রান্স)	________

মহিলা বিভাগ	গতবারের জয়ী	এবারের জয়ী
স্পোর্ট পিস্তল (২৫ মি.)	এল. থম (কানাডা)	________
এয়ার পিস্তল (১০ মি.)	নতুন প্রতিযোগিতা	________
এয়ার রাইফেল (১০ মি.)	পি. স্পার্জিন (আমেরিকা)	________
স্মলবোর-থ্রি পজিসন (৫০ মি.)	এক্স· উ (চীন)	________

ওপেন ইভেন্ট		
ট্র্যাপ	এল·গিয়ভানেট্টি (ইতালি)	________
স্কিট	এম. ড্রাইকে (আমেরিকা)	________

সাইক্লিং

সাইক্লিং প্রতিযোগিতা অলিম্পিক ভেলোড্রামের ট্র্যাকে এবং রাস্তায় হয়ে থাকে। এই প্রতিযোগিতা নানা ধরনের ; ১০০০ মি· টাইম ট্রায়াল ভেলোড্রামে হয়। রোড রেসের মধ্যে আছে পুরুষদের জন্য আনুমানিক ১৯৭ কিমি. এবং মহিলাদের জন্য ৮২ কিমি. সাইক্লিং। সেপ্টেম্বর ১৮ থেকে ২৬ পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে।

পুরুষদের বিভাগ	১৯৮৪-এর বিজয়ী	এবারের জয়ী
১০০০ মি. স্প্রিন্ট	এম. গ্রসকি (আমেরিকা)	________
১০০০ মি. টাইম ট্রায়াল	এফ· স্মিড (পশ্চিম জার্মানী)	________
১০০ কিমি. টাইম ট্রায়াল (দলগত)	ইতালি	________
৪০০০ মি. পারস্যুট	এস. হেগ (আমেরিকা)	________
৪০০০ মি. দলগত পারস্যুট	অস্ট্রেলিয়া	________
৫০ কিমি. পয়েন্ট রেস	ইলি জেমস (বেলজিয়াম)	________
রোড রেস	এ. গ্রেওয়াল (আমেরিকা)	________

মহিলাদের বিভাগ	১৯৮৪-এর জয়ী	এবারের জয়ী
স্প্রিন্ট	(নতুন প্রতিযোগিতা)	________
রোড রেস	সি· কারপেন্টার-ফিন্নে (আমেরিকা)	________

সাঁতার

বিভিন্ন দূরত্বের চার ধরনের স্ট্রোকের প্রতিযোগিতায় সাঁতারুরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন : ব্রেস্টস্ট্রোক, ব্যাকস্ট্রোক, বাটারফ্লাই এবং ফ্রিস্টাইল। চারটিকে মিলিয়ে হয় মেডলি প্রতিযোগিতা। নিয়মানুসারে সাঁতারের পুল ৫০ মি. লম্বা, ২১ মি. চওড়া এবং ১·৮ মি. গভীর হয়। ৮টি লেনে পুল বিভক্ত থাকে। হিটে বা সেমি-ফাইনালে যাঁর সময় সবচেয়ে ভাল ফাইনালে তিনি মধ্যের অর্থাৎ ৪নং লেনে থাকেন।

গত অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত সিনক্রোনাইজড সাঁতার প্রতিযোগিতা একক এবং দ্বৈত-দুরকমের। প্রতিযোগী প্রথমে অবশ্যই দু ধরনের কষ্টসাধ্য শারীরিক কসরৎ দেখান। তারপর নিজের ইচ্ছেমত সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গসঞ্চালনের প্রদর্শন করেন, একক ক্ষেত্রে সংগীত চলে সাড়ে তিন মিনিট এবং দ্বৈত ক্ষেত্রে চারমিনিট। সাঁতার প্রতিযোগিতা চলবে ১৮ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, সিনক্রোনাইজড সাঁতার ২৬ সেপ্টে. থেকে ১ অক্টোবর।

পুরুষ বিভাগ	অলিম্পিক (রেকর্ড ও সময়)	গতবারের বিজয়ী ও সময়	এবারের বিজয়ী ও সময়
ফ্রিস্টাইল			
৫০ মি.		নতুন প্রতিযোগিতা	
১০০ মি.	এ. গেইনস (আমেরিকা) ৪৯·৮০ সে.	এ. গেইনস (আমে.) ৪৯·৮০ সে.	
২০০ মি.	এম. গ্রস (প. জার্মানি) ১·৪৭·৪৪ মি.	এম. গ্রস. (প. জার্মানি) ১·৪৭·৪৪ মি.	
৪০০ মি.	জি. ডিকারলো (আমেরিকা) ৩·৫১·২৩ মি.	জি. ডিকারলো (আমেরিকা) ৩·৫১·২৩ মি.	
১৫০০ মি.	ভি. সালনিকভ (রাশিয়া) ১৪·৫৮·২৭ মি.	এম. ব্রিয়েন (আমেরিকা) ১৫·০৫·২০ মি.	
ব্যাকস্ট্রোক			
১০০ মি.	জে. নাবের (আমেরিকা) ৫৫·৪৯ সে.	আর. ক্যারি (আমেরিকা) ৫৫·৭৯ সে.	
২০০ মি	আর. ক্যারি (আমেরিকা) ১·৫৯·৯৯ মি.	আর. ক্যারি (আমেরিকা) ২·০০·২৩ মি.	

পুরুষ বিভাগ	অলিম্পিক রেকর্ড ও সময়	গতবারের বিজয়ী ও সময়	এবারের বিজয়ী ও সময়
ব্রেস্টস্ট্রোক			
১০০ মি.	এস. লান্ডকুইস্ট (আমেরিকা) ১·০১·৬৫ মি.	এস. ল্যান্ডকুইস্ট (আমেরিকা) ১·০১·৬৫ মি.	
২০০ মি.	ভি. ডেভিস (কানাডা) ২·১৩·৩৪ মি.	ভি. ডেভিস (কানাডা) ২·১৩·৩৪ মি.	
বাটারফ্লাই			
১০০ মি.	এম. গ্রস (প. জার্মানি) ৫৩·০৮ সে.	এম. গ্রস (প. জার্মানি) ৫৩·০৮ সে.	
২০০ মি.	জে. সেইবেন (অস্ট্রেলিয়া) ১·৫৭·০৪ মি.	জে. সেইবেন (অস্ট্রেলিয়া) ১·৫৭·০৪ মি.	
ব্যক্তিগত মেডলি			
২০০ মি.	এ. বাউম্যান (কানাডা) ২·০১·৪২ মি.	এ. বাউম্যান (কানাডা) ২·০১·৪২ মি.	
৪০০ মি.	এ. বাউম্যান (কানাডা) ৪·১৭·৪১ মি.	এ. বাউম্যান (কানাডা) ৪·১৭·৪১ মি.	

পুরুষ বিভাগ	অলিম্পিক রেকর্ড ও সময়	গতবারের বিজয়ী ও সময়	এবারের বিজয়ী ও সময়
মেডলি রিলে			
৪×১০০ মি.	আমেরিকা ৩·৩৯·৩০ মি.	আমেরিকা ৩·৩৯·৩০ মি.	
ফ্রিস্টাইল রিলে			
৪×১০০ মি.	আমেরিকা ৩·১৯·০৩ মি.	আমেরিকা ৩·১৯·০৩ মি.	
৪×২০০ মি.	আমেরিকা ৭·১৫·৬৯ মি.	আমেরিকা ৭·১৫·৬৯ মি.	

মহিলা বিভাগ	অলিম্পিক রেকর্ড ও সময়	গতবারের বিজয়ী ও সময়	এবারের বিজয়ী ও সময়
ফ্রিস্টাইল			
৫০ মি.		নতুন প্রতিযোগিতা	
১০০ মি.	বি. ক্রোউজ (পূ. জার্মানী) ৫৪·৭৯ সে.	এন. হগশেড ও সি. স্টেনশিফার (আমেরিকা) ৫৫·৯২ সে.	
২০০ মি.	বি. ক্রোউজ (পূ. জার্মানি) ১·৫৮·৩৩ মি.	এম. ওয়েটি (আমেরিকা) ১·৫৯·২৩ মি.	
৪০০ মি.	টি. কোহেন (আমেরিকা) ৪·০৭·১০ মি.	টি. কোহেন (আমেরিকা) ৪·০৭·১০ মি.	

মহিলা বিভাগ	অলিম্পিক রেকর্ড	১৯৮৪-র বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
৮০০ মি.	টি. কোহেন (আমেরিকা) ৮·২৪·৯৫ মি.	টি. কোহেন (আমেরিকা) ৮·২৪·৯৫ মি.	
ব্যাকস্ট্রোক			
১০০ মি.	আর. রেইনশ্চ (পূর্ব জার্মানি) ১·০০·৮৬ মি.	টি. অ্যান্ড্রুজ (আমেরিকা) ১·০২·৫৫ মি.	
২০০ মি.	আর. রেইনশ্চ (পূর্ব জার্মানী) ২·১১·৭৭ মি.	জে. রোভার (হল্যান্ড) ২·১২·৩৮ মি.	
ব্রেস্টস্ট্রোক			
১০০ মি.	পি. স্ট্রেভার্ন (হল্যান্ড) ১·০৯·৮৮ মি.	পি. স্ট্রেভার্ন (হল্যান্ড) ১·০৯·৮৮ মি.	
২০০ মি.	এল. কেচুসাইট (রাশিয়া) ২·২৯·৫৪ মি.	এ. ওটেনব্রাইট (কানাডা) ২·৩০·৩৮ মি.	
বাটারফ্লাই			
১০০ মি.	এম. মেগর (আমেরিকা) ৫৯·২৬ সে.	এম. মেগর (আমেরিকা) ৫৯·২৬ সে.	

মহিলা বিভাগ	অলিম্পিক রেকর্ড	১৯৮৪-র বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
২০০ মি.	এম. মেগর (আমেরিকা) ২·০৬·৯০ মি.	এম. মেগর (আমেরিকা) ২·০৬·৯০ মি.	
ব্যক্তিগত মেডলি			
২০০ মি.	টি. কলকিন্স (আমেরিকা) ২·১২·৬৪ মি.	টি. কলকিন্স (আমেরিকা) ২·১২·৬৪ মি.	
৪০০ মি.	পি. সেইনডার (পূর্ব জার্মানি) ৪·৩৬·২৯ মি.	টি. কলকিন্স (আমেরিকা) ৪·৩৯·২৪ মি.	
মেডলি রিলে			
৪×১০০ মি.	পূর্ব জার্মানি ৪·০৬·৬৭ মি.	আমেরিকা ৪·০৮·৩৪ মি.	
ফ্রিস্টাইল রিলে			
৪×১০০ মি.	পূর্ব জার্মানি ৩·৪২·৭১	আমেরিকা ৩·৪৩·৪৩ মি.	
সিনক্রোনাইজড সাঁতার			
ব্যক্তিগত		টি. রুইজ (আমেরিকা)	
দ্বৈত		আমেরিকা	

ডাইভিং

এই প্রতিযোগিতা দুটি বিভাগে বিভক্ত : স্প্রিং বোর্ড ও প্ল্যাটফর্ম (হাই বোর্ড) । স্প্রিং বোর্ডের জন্য প্রত্যেক পুরুষ প্রতিযোগী ১১টি এবং মহিলা প্রতিযোগী ১০টি ডাইভ দেন । প্ল্যাটফর্মের জন্য পুরুষ প্রতিযোগী ১০টি এবং মহিলা প্রতিযোগী ৮টি ডাইভ দেন । ডাইভের গুণাগুণের ভিত্তিতে বিজয়ী নির্ধারিত হয় । এই প্রতিযোগিতা চলবে ১৭ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ।
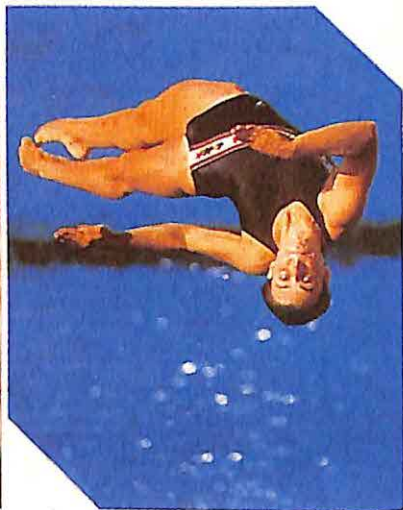
পুরুষ বিভাগ	১৯৮৪-র বিজয়ী	এবারের বিজয়ী
স্প্রিং বোর্ড	জি. লুগানিস (আমেরিকা)	
প্ল্যাটফর্ম	জি. লুগানিস (আমেরিকা)	
মহিলা বিভাগ		
স্প্রিং বোর্ড	এম. বার্ণেআর (কানাডা)	
প্ল্যাটফর্ম	জে. ঝাউ (চীন)	

ওয়াটারপোলা

ওয়াটারপোলো দলগত খেলা। একটি দলে গোলরক্ষককে নিয়ে ৭ জন খেলোয়াড় একই সময়ে একসঙ্গে জলে থাকতে পারে। যে পুলে খেলা হবে তার মাপ : ১৬৪ ফু. × ৮২ ফু. × ৫ ফু. ১১ ই. গভীর। প্রত্যেক ম্যাচ ৫ মিনিটের ৪টি অর্ধে বিভক্ত। প্রত্যেক অর্ধের শুরুতে ২ মি. বিশ্রাম পাওয়া যায়।
এবারে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ১২টি দেশকে ২টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি দল সেই গ্রুপের পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। দুই গ্রুপের প্রথম দুটি দল নক-আউট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। এবং এভাবেই বিজয়ী নির্ধারিত হবে। এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল হবে ১ অক্টোবর।

বিজয়ী দেশ

১৯০৮ গ্রেট ব্রিটেন **১৯১২** গ্রেট ব্রিটেন **১৯২০** গ্রেট ব্রিটেন **১৯২৪** ফ্রান্স **১৯২৮** জার্মানি **১৯৩২** হাঙ্গেরি **১৯৩৬** হাঙ্গেরি **১৯৪৮** ইতালি **১৯৫২** হাঙ্গেরি **১৯৫৬** হাঙ্গেরি **১৯৬০** ইতালি **১৯৬৪** হাঙ্গেরি
১৯৬৮ যুগোশ্লাভিয়া **১৯৭২** রাশিয়া **১৯৭৬** হাঙ্গেরি **১৯৮০** রাশিয়া **১৯৮৪** যুগোশ্লাভিয়া **১৯৮৮**
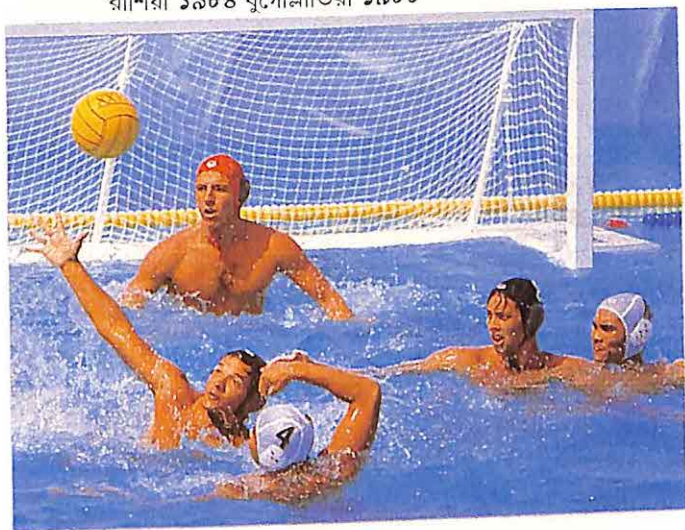
হকি

এবারের অলিম্পিকে পুরুষদের হকি প্রতিযোগিতা ১২টি দেশকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে অনুষ্ঠিত হবে। একদা বিশ্বে প্রথম ভারত এখন ক্রমপর্যায়ে অনেক নিচে থাকলেও এবারে অলিম্পিকে যোগদানের সুযোগ পেয়েছে। দুটি গ্রুপে অংশ নিচ্ছে : এ গ্রুপ : পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, কিনিয়া এবং পোলান্ড ও স্পেন প্লে অফ ম্যাচের বিজয়ী দল ; বি গ্রুপ : ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন, কানাডা, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারত।

নিয়মানুযায়ী দুটি গ্রুপের প্রথম দুটি দল সেমি-ফাইনালে অংশ নেবে। এবং নক আউট পদ্ধতিতে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। খেলা হবে দুই অর্ধে ৩৫ মিনিট করে অর্থাৎ ৭০ মিনিটের। সেমি ফাইনাল এবং ফাইনালে মূল সময়ে খেলার মীমাংসা না হলে, অতিরিক্ত সময় খেলা হবে, তাতেও ফল না পেলে পেনাল্টি স্ট্রোক নেওয়া হবে। মহিলাদের ফাইনাল হবে ৩০ সেপ্টেম্বর, পুরুষদের ১ অক্টোবর।

বিজয়ী দেশ (পুরুষ)

১৮৯৬-১৯০৬ অবধি অলিম্পিকে হকি প্রতিযোগিতা হয়নি।

১৯০৮ ইংলন্ড ১৯১২ প্রতিযোগিতা হয়নি ১৯২০ ইংলন্ড ১৯২৪ প্রতিযোগিতা হয়নি ১৯২৮ ভারত ১৯৩২ ভারত ১৯৩৬ ভারত ১৯৪৮ ভারত ১৯৫২ ভারত ১৯৫৬ ভারত ১৯৬০ পাকিস্তান ১৯৬৪ ভারত ১৯৬৮ পাকিস্তান ১৯৭২ পশ্চিমজার্মানি ১৯৭৬ নিউজিল্যান্ড ১৯৮০ ভারত ১৯৮৪ পাকিস্তান ১৯৮৮

মহিলা

১৮৯৬-১৯৭৬ প্রতিযোগিতা হয়নি। ১৯৮০ জিম্বাবুয়ে ১৯৮৪ নেদারল্যান্ডস্ ১৯৮৮

হ্যান্ডবল

জার্মানীতে জিমন্যাস্টদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এই খেলার সাহায্য নেওয়া হত বহুদিন আগে। প্রথমদিকে জনপ্রিয় না হলেও পরবর্তীকালে পশ্চিমীদেশে এটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। দলগত হ্যান্ডবল খেলা ইন্ডোর, আউটডোর দু ধরনেরই হয়। আউটডোরে ১১ জন এবং ইন্ডোরে ৭ জন খেলোয়াড় থাকে, অবশ্যই গোলরক্ষককে ধরে। অলিম্পিকে ইন্ডোর খেলাই হয়ে থাকে। পুরুষদের খেলা দুটি অর্ধে ৩০ মি. করে ৬০ মিনিটের হয়, মধ্যে ১০ মি. বিশ্রাম। মহিলাদের ক্ষেত্রে দুটি অর্ধ ২৫ মি. করে। এবারের অলিম্পিকে ১২টি দেশ পুরুষ বিভাগে অংশ নিচ্ছে। মহিলাদের ফাইনাল ২৯ সেপ্টেম্বর এবং পুরুষদের ১ অক্টোবর হবে।

বিজয়ী দেশ

পুরুষ	মহিলা
১৯৭২ যুগোশ্লাভিয়া ১৯৭৬	১৯৭৬ সোভিয়েত ইউনিয়ন
সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৮০	১৯৮০ সোভিয়েত ইউনিয়ন
পূর্ব জার্মানি ১৯৮৪	১৯৮৪ যুগোশ্লাভিয়া
যুগোশ্লাভিয়া	১৯৮৮
১৯৮৮	

অলিম্পিকে ভারত

সরকারীভাবে ভারত সর্বপ্রথম অলিম্পিকে যোগদান করে ১৯২০ সালে অ্যান্টোয়ার্পে (বেলজিয়াম)। ১৯২০ থেকে ১৯৮৮—এই দীর্ঘ সময়ে অলিম্পিক থেকে ভারতের সংগ্রহ মাত্র ১২টি পদক। হকিতেই সিংহভাগ : ৮টি সোনা, ১টি রুপো ও ২টি ব্রোঞ্জ আর একটি ব্রোঞ্জ পদক কুস্তির। এর সঙ্গে অবশ্য যুক্ত হতে পারে আরও দুটি রৌপ্য পদক। ৮৮ বছর আগে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে নর্মান প্রিচার্ড নামে কলকাতার এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবক, যিনি পরবর্তীকালে আই. এফ. এর সম্পাদকও হয়েছিলেন, প্যারিসে নিজের উদ্যোগে গিয়ে ভারতীয় হিসেবে ২০০ মি. দৌড় ও ২০০ মি. হার্ডল রেসে পদক দুটি পান। এ দুটি ধরলে পদকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪টি। যেখানে জার্মানি, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, রুমানিয়ার মত ছোট ছোট দেশও একটি অলিম্পিকেই এর চেয়ে বেশি পদক পাচ্ছে, সেখানে ভারতের এই ভূমিকা অত্যন্ত লজ্জাজনক। বর্তমানে যে ভারতীয় হকি দলের স্থান বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে নিচের দিকে, অন্য দেশের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে অলিম্পিকে খেলার সুযোগ পেতে হচ্ছে, একদা সেই ভারতীয় হকি দলেরই ছিল বিশ্বে একচ্ছত্র আধিপত্য। ছিল পরপর ছটি অলিম্পিক (১৯২৮, ৩২, ৩৬, ৪৮, ৫২, ৫৬) সোনা পাওয়ার অনন্য গৌরব। ধ্যানচাঁদের কব্জির পেলবতা, হাতের কলাচাতুর্যে মুগ্ধ হয়েছিল সারা বিশ্ব। রূপ সিং, দারা, অ্যালেন, জাফর, বাবু, ক্লডিয়াস, বলবীর সিং, অজিত পাল সিং, গুরবক্স সিং একদা

ব্যক্তিগত ক্রীড়াদক্ষতায় মাতিয়ে দিয়েছিলেন হকি প্রেমীদের। ১৯৩২ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে ভারত আমেরিকাকে হারিয়েছিল ২৪-১ গোলে। অলিম্পিকে এখন অবধি একটি ম্যাচে এটিই সর্বাধিক গোল। রূপ সিং একাই করেছিলেন ১২টি গোল। এটিও রেকর্ড। ভারতের দলগত শক্তি এত ভাল ছিল যে ১৯২৮ এবং ১৯৫৬-এর অলিম্পিকে একটি গোলও তাদের খেতে হয়নি। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে ভারতের কাছ থেকে সোনা ছিনিয়ে নেয় পাকিস্তান। এরপর থেকেই শুরু হয় ভারতীয় হকির পতন। যদিও ১৯৬৪ এবং ১৯৮০-তে ভারত আবার সোনা পায় তবু সামগ্রিক অবনতি থেকে এখনও উদ্ধার পাওয়া যায়নি। ভারত অলিম্পিক হকিতে প্রথম যোগদান করে ১৯২৮-এ। তখন থেকে গত অলিম্পিক অবধি ভারতের সংক্ষিপ্ত ফলাফল এরকম : ১৯২৮ : সোনা, ১৯৩২ : সোনা, ১৯৩৬ :সোনা, ১৯৪৮ : সোনা, ১৯৫২ : সোনা, ১৯৫৬ : সোনা, ১৯৬০ : রূপো, ১৯৬৪ : সোনা, ১৯৬৮ : ব্রোঞ্জ, ১৯৭২ : ব্রোঞ্জ, ১৯৭৬ : ৭ম, ১৯৮০ : সোনা, ১৯৮৪ : ৫ম। ১৯৪৮-এর লন্ডন, ১৯৫২-এর হেলসিঙ্কি, ১৯৫৬-এর মেলবোর্ন এবং ১৯৬০-এর রোম অলিম্পিকে ভারত ফুটবলে অংশগ্রহণ করে। একমাত্র সাফল্য ১৯৫৬-তে চতুর্থ স্থান লাভ। একমাত্র জয় মেলবোর্নেই, অস্ট্রেলিয়াকে হারায় ৪-২ গোলে। হ্যাটট্রিক করেন নেভিল ডি সুজা। জয়ের সুবাদেই ভারত সেমিফাইনালে

ওঠে, হারে যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ১-৪ গোলে। তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক খেলার বুলগেরিয়ার কাছে ০-৩ গোলে হেরে চতুর্থস্থান পায়। ভারতের শোচনীয় হার হয় হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ১-১০ গোলে। একমাত্র গোলটি করেন আমেদ। চারটি অলিম্পিকে ভারত খেলেছে ৮টি ম্যাচ, জয় ১টি ড্র ১টি পরাজয় ৬টি, গোল করেছে ১০টি, খেয়েছে ২৭টি। এরপর ভারত আর অলিম্পিকে যোগদানের সুযোগ পায়নি। ভ ভারতীয় ফুটবলের মান যা, তাতে সুযোগ পাওয়ার আশা করাটাও অবশ্য অন্যায়।

অলিম্পিক অ্যাথলেটিক্স-এ ভারত প্রথম থেকেই দল পাঠালেও পদক কেউই পাননি। রোমে অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙ্গেও ৪০০ মি. দৌড়ে মিলখা সিং পান চতুর্থ স্থান। মিলখা সময় নিয়েছিলেন ৪৫·৬ সে.। ১৯৬৪-তে টোকিও অলিম্পিকে গুরবচন সিং রানধাওয়া ১১০ মি. হার্ডলসে পঞ্চম স্থান পান। গত অলিম্পিকে পি. টি. উষা ৪০০ মি. হার্ডলসে পান চতুর্থ স্থান। অ্যাথলেটিক্স-এ এই হল আমাদের সাফল্যের কাহিনী। ১৯৫২-তে হেলসিঙ্কিতে ব্যান্টম ওয়েট বিভাগে মল্লবীর মহারাষ্ট্রের পুলিশ কর্মী কে. ডি. যাদবের ব্রোঞ্জ পদক লাভ ছাড়া আমাদের কুস্তিগীররা কোন অলিম্পিকেই তেমন কিছু করতে পারেননি। অবশ্য মাঙ্গাওয়ে হেলসিঙ্কিতে পেয়েছিলেন চতুর্থ স্থান। সুদেশকুমার ১৯৭২-এ, প্রেমনাথও ১৯৭২-এ, জগমিন্দার সিং ১৯৮০-তে পেয়েছিলেন নিজ নিজ বিভাগে চতুর্থ স্থান। কুস্তিতে যাওবা কৃতিত্ব আর অন্য কোন বিভাগে তাও নেই। শুটিং, সাইক্লিং, বক্সিং সাঁতার, ওয়াটারপোলো—সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা। ব্যর্থতার এমন চমকপ্রদ কৃতিত্ব আর কোন দেশেরই নেই।

স্বাভাবিকভাবেই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবারে ছোটদল অলিম্পিকে পাঠানো হবে। খুব সম্ভবত ভারত ১১টি ইভেন্টে অংশ নেবে— অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, শুটিং, ভারোত্তলোন, কুস্তি, ইয়টিং, টেবিল টেনিস, হকি, টেনিস, বক্সিং এবং তীরন্দাজিতে। সদস্য সংখ্যা হবে ৪৫। যদিও সম্ভাবনা খুবই কম তবু অনেকের আশা অ্যাথলেটিক্স-এ পি. টি. উষা এবং শুটিং-এ বাংলার মেয়ে সোমা দত্ত ভাল ফল করবেন। ভারতকে গর্বিত করার ভার এরা কতটুকু নেবে সেটাই দেখার।

স্মরণীয় যাঁরা

প্রায় দীর্ঘ এক শতকের অলিম্পিক ইতিহাসে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় নজর কেড়েছেন ক্রীড়াপ্রেমীদের। স্বল্প পরিসরে সবাইকে হাজির করা অসম্ভব, তাই কয়েকজনের আলোচনা এখানে।

পাভো নুর্মি

(১৮৯৭-১৯৭৩)

'উড়ন্ত ফিন' নামে পরিচিত ফিনল্যান্ডের বিখ্যাত দৌড়বীর পাভো নুর্মি অ্যাথলেটিক্স জগতের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। নুর্মি ২২টি বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। অনুশীলন এবং প্রতিযোগিতা সবেতেই তিনি স্টপ ওয়াচ নিয়ে দৌড়তেন। ১৯২০-এর অ্যান্টোয়ার্প অলিম্পিকে তিনি প্রথম সকলের নজরে আসেন। যদিও ৫ হাজার মিটার দৌড়ে পরাজিত হয়েছিলেন কিন্তু ১০ হাজার মি· দৌড় এবং ক্রশ কান্ট্রিতে সোনা জেতেন তিনিই। নজরে আসার পর হতবাক করার পালা। ১৯২৪-এর প্যারিস অলিম্পিকে তিনি তাই করলেন সব কটি যোগ দেওয়া দৌড়ে সোনা জিতে। ১৫০০ মি. এবং ৫ হাজার মিটারের দুটি সোনা আবার মাত্র দেড় ঘণ্টার ব্যবধানে পাওয়া! ১৯২৮-এর অলিম্পিকেও, যখন তাঁর বয়স ৩১, তিনি জিতে নেন ১০ হাজার মি. দৌড়ের সোনা। মাঝারি এবং দূরপাল্লার এই অসাধারণ দৌড়বীরের স্মরণে হেলসিঙ্কি স্টেডিয়ামের বাইরে নির্মিত হয়েছে একটি ব্রোঞ্চ স্ট্যাচু।

জেসি ওয়েন্স

(১৯১২-১৯৮০)

দৌড়ের জগতে আর এক বিস্ময় আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ অ্যাথলেট জেমস ক্লিভল্যান্ড ওয়েন্স। ওয়েন্সের ছেলেবেলা কেটেছে দারিদ্র্য এবং কষ্টের মধ্যে। দৌড় এবং দৌড়—এই ছিল তাঁর একমাত্র সুখ। স্কুল জীবনেই তিনি দৌড়ে সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেলে দিতেন। 'প্রতিভা' বুঝে ওহিও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্কলারশিপ দিয়ে ডেকে নেয়। ১৯৩৬-এর অলিম্পিকে ১০০ মি., ২০০ মি. দৌড়, ৪×১০০ মি. রিলে এবং লং জাম্পে সোনা পান তিনি অনায়াস দক্ষতায়। শুধু অলিম্পিকেই জয় নয়, বহু বিশ্বরেকর্ডও নয় ছয় করে দিয়েছেন জে সি ওয়েন্স।

৬৭ জনি ওয়েসমুলার

(১৯০৪-১৯৮৪)

সাঁতারের ইতিহাসে আমেরিকার জনি ওয়েসমুলার এক বিস্ময়কর প্রতিভা। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনিই প্রথম সাঁতারু যিনি ১ মিনিটের কমে ১০০ মি. সাঁতরান। ১৯২৪-এর অলিম্পিকে ১০০ মি. ফ্রিস্টাইল, ৪০০ মি. ফ্রিস্টাইল এবং ৪×২০০ মি. ফ্রিস্টাইলে তিনি সোনা পান। ১৯২৮ সালের অলিম্পিকেও দুটি সোনা তিনি দখল করেন। তবে তাঁকে সকলে মনে রেখেছে 'টারজান'-এর বিখ্যাত অভিনেতা হিসেবে। ১৬ বছরের ফিল্ম-জীবনে তিনি ১১টি টারজান ফিল্মে অভিনয় করেন। সংখ্যাতত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিবাহও করেন ৫ বার।

এমিল জেটোপেক

(১৯২২)

'চেক এক্সপ্রেস' নামে পরিচিত চেকশ্লোভাকিয়ার দূরপাল্লার দৌড়বীর এমিল জেটোপেক এমন একটি রেকর্ডের অধিকারী যা আজ অবধি অটুট আছে। ৫০০০ মি., ১০০০০ মি. এবং ম্যারাথন— এই তিনটিতেই ১৯৫২-এর অলিম্পিকে তিনি সোনা জেতেন। গরীব ছুতোরের ছেলে এমিল আর্থিক কারণে ছোট বয়সেই রোজগারে নামেন। তার ফাঁকেই দৌড় অভ্যাস, তাও বন্ধুদের চাপে। অবশেষে মিলিটারি জীবনের চাকরির শৃঙ্খলায় নিজেকে ক্রমশ বড় আসরের জন্য তৈরি করতে থাকেন। ১৯৪৮-এর অলিম্পিকে ৫ এবং ১০ হাজার মিটার দৌড়ে জেতেন সোনা। তার পরের অলিম্পিকে তো ঐতিহাসিক সাফল্য। ১৯৫২-তে এমিলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ডানাও জ্যাভেলিন থ্রোতে সোনা পান। একই অলিম্পিক থেকে একটি দেশেই নয়, একটি পরিবারেই যায় ৪টি সোনার পদক। এই সাফল্যের জন্যে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের পর জেটোপেকের জন্মদিন জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন চেক সরকার। পরে অবশ্য সরকারের রোষে পড়েছিলেন তিনি, কিন্তু ততদিনে তাঁর স্থান হয়ে গিয়েছে জনগণের হৃদয়ে।

ধ্যানচাঁদ
(১৯০৫-১৯৭৯)

অসাধারণ ক্রীড়া দক্ষতার গুণে প্রখ্যাত হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ 'উইজার্ড' অর্থাৎ জাদুকর খ্যাতি পেয়েছিলেন। অনেকে তাঁকে বলতেন 'হিউম্যান ইল' অর্থাৎ মনুষ্যরূপী পাঁকাল মাছ। মাঠের একপ্রান্ত থেকে স্টিকে বল নিয়ে শরীরকে মোচড় দিয়ে বিপক্ষ রক্ষণকে ফালা ফালা করে পাঁকাল মাছের মত মসৃণ গতিতে ছুটতেন। বল যেন স্টিকের সঙ্গে লেগে থাকত। আমস্টার্ডাম (১৯২৮), লস অ্যাঞ্জেলস (১৯৩২) ও বার্লিন (১৯৩৬) তিনটি অলিম্পিকে ভারতের করা ১০২টি গোলের মধ্যে ৪৬টি গোল তাঁর। অসাধারণ এই হকি খেলোয়াড়ের স্টিকের যাদু দেখে মুগ্ধ হিটলার বার্লিন অলিম্পিকে তাঁকে জার্মানীতে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ভারতীয় হকিকে বিশ্বের শীর্ষাসনে তোলার মূল কৃতিত্ব ধ্যানচাঁদের।
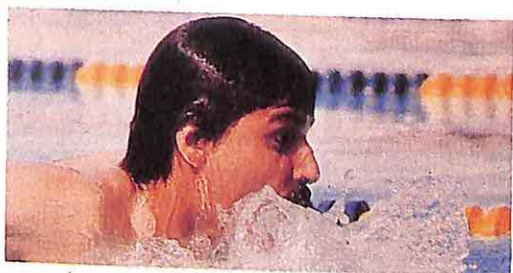
মার্ক স্পিজ
(১৯৫০)

আমেরিকার মার্ক স্পিজ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাঁতারু হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন তাঁর অসাধারণ কীর্তির দ্বারা। ১১ বছর বয়সের আগেই তিনি ১৭টি জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছিলেন সাঁতারে। ১৯৬৮-এর অলিম্পিকে ২টি সোনা লাভ স্বাভাবিকভাবেই তাই খুশি হতে পারেননি তার দেশবাসী। সমস্ত অভিমান দূর করলেন স্পিজ ১৯৭২-এর অলিম্পিকে। ৪টি ব্যক্তিগত এবং ৩টি দলগত মোট ৭টি সোনা তিনি পেলেন—এবং প্রত্যেকটিতেই নতুন বিশ্বরেকর্ড করে।

৬৯ নাদিয়া কোমানিচি

(১৯৬১)

১৯৭৬-এর মন্ট্রিল অলিম্পিকে একগুচ্ছ ফুলের মত বাচ্চা রুমানিয়ান মেয়ে জিমন্যাস্টিকে ম্যাজিক দেখান। সর্বাগ্রে ছিলেন ১৫ বছরের নাদিয়া কোমানিচি। বিচারক এবং দর্শকরা অবাক চোখে দেখেন ১০-এর মধ্যে ১০ পেয়েছেন ঐ ছোট্ট মেয়েটি বীম, ফ্লোর সহ মোট ৭টি বিভাগে। ঐ অলিম্পিকে নাদিয়া একাই ৫টি সোনা পান। '৮০-এর অলিম্পিকেও নাদিয়া একটি সোনা লাভ করেন। জিমন্যাস্টিকে অনেকেই সোনা পেয়েছেন, কিন্তু নাদিয়ার মত শিল্পী খুব কমই এসেছেন।

এবারের তারকারা

কার্ল লুইস
(১ জুলাই ১৯৬১)

গত অলিম্পিকে ২২ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ যুবক আমেরিকার কার্ল লুইস এক অনন্য রেকর্ড স্পর্শ করেন। বার্লিন অলিম্পিকে স্বদেশীয় জেসি ওয়েন্সে ৪টি সোনা পেয়েছিলেন। জীবনের প্রথম অলিম্পিকেই লুইস ৪টি সোনা পান। সেরা 'তারকার' সম্মান পেতে তাই তাঁর অসুবিধা হয়নি। ১০০ মি., ২০০ মি. ৪×১০০ মি. রিলে দৌড় এবং লং জাম্পে অসাধারণ দক্ষতার নজির রাখেন লুইস। অবশ্য বর্তমানে সেই পরিস্থিতি আর নেই। বেন জনসন, চিদি ইমো, লিনফোর্ড ক্রিস্টি প্রভৃতি অনেকেই ১০০ মিটারে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। জনসন তো তাকে হারিয়েইছেন। তথাপি সোল অলিম্পিকে কার্ল লুইসও যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে যাবেন না তার প্রমাণ তিনি ইতিমধ্যেই দিয়েছেন।

বেন জনসন
(১৯৬১)

১৯৭৬ সালে জন্মভূমি জামাইকা ছেড়ে কানাডার টরেন্টোয় চলে আসে একটি কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার। দারিদ্র-কষ্টের বিরুদ্ধে শুরু হয় সংগ্রাম। দৌড়কে খুব ভালবেসে ফেলে এই পরিবারেরই সন্তান বেন জনসন। নজর পড়ে কোচ চার্লস ফ্রান্সিসের। এর পরে শুরু হয় অন্য এক লড়াই। ১৯৮৪-এর অলিম্পিকে ১০০ মিটারে তৃতীয় স্থান পাওয়ায় অনেকেই গুরুত্ব দেয়নি ছেলেটিকে। সুতরাং এমন কিছু করতে হবে যাতে সবাই নড়েচড়ে বসবে। ১৯৮৭ সালে রোম বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সে সুযোগ আসে। ১০০ মি. কলভিন স্মিথের ৯·৯৩ সেকেন্ডের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়ে অবিশ্বাস্য সময় করেন জনসন ৯·৮৩ সে.। এতেও খুশি নন জনসন। তিনি বলেছেন, 'এর চেয়েও কম সময়ে আমি দৌড়বো।' সোলেই কি সেই দৌড় দেখবো আমরা?

ডালে টমসন

(৩০ জুলাই, ১৯৫৮)

প্রথমদিকে ডেকাথলনে নয়, ২০০ মি. দৌড়েই অংশ নিতেন ব্রিটেনের ডালে টমসন। পরবর্তীকালে কোচের পরামর্শে তিনি এই বিভাগে যোগ দেন। ১৯৭৬-এর মন্ট্রিল অলিম্পিকে সুবিধা করতে না পারলেও ১৯৮০ থেকে ডালে টমসন নিজেকে ফর্মে আনতে পারেন। ৮০, এবং ৮৪-এর অলিম্পিক বিজয়ী টমসন ইতিমধ্যেই হারের স্বাদ পেয়েছেন এবং সে কারণেই পরপর তিনবার তিনি ডেকাথলনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে অনন্য গৌরব লাভ করতে পারেন কিনা সেটাই সাগ্রহে দেখার বিষয়।

এডুইন মোজেস

(আগস্ট ৩১, ১৯৫৫)

৪০০ মি. হার্ডলসে দশ বছরে ১২২টি রেসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ এডুইন মোজেস। কত বড় অ্যাথলেট মোজেস এতেই তার প্রমাণ হয়। মোজেস শুধু ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালের হার্ডলসে অলিম্পিক সোনা বিজয়ীই নন, বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারীও। তাঁর সেরা সময় ৪৭·০২ সেকেন্ড। আমেরিকা যদি '৮০ সালের অলিম্পিক বয়কট না করতো তবে পর পর তিনটিতেই বিজয়ী হতেন মোজেস। সোলেও মোজেস এখন অবধি ফেবারিট—তাকে যদি সত্যিই কেউ হারাতে চায় তবে অঘটন কিছু ঘটাতেই হবে।

সের্গেই বুবকা

(৪ ডিসেম্বর ১৯৬৩)

অন্যের নয়, নিজেরই গড়া রেকর্ড একের পর এক ভেঙ্গে চলেছেন রাশিয়ান পোল ভল্টার সের্গেই বুবকা। ৬ মিটারের বেশি লাফ একমাত্র তিনিই দিতে পেরেছেন। এবং শেষ লাফটি অবিশ্বাস্য ৬·০৬ মিটার। বিশ্ব রেকর্ড ছাড়াও দু বার তিনি জিতেছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ। গত অলিম্পিকে রাশিয়া যোগ দিলে বুবকা প্রথম সোনার পদকটি পেতেন, এবারের সোলে তিনি যেটি পাচ্ছেনই। তবে নিজের রেকর্ড ভেঙ্গে কিনা সেটা বলা যাচ্ছে না এখনই।

জ্যাকি জয়নার কেরসি

(১৯৬২)

যদিও গত অলিম্পিকে আঘাতের জন্য সোনা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, আমেরিকার সেন্ট লুইসের বাসিন্দা জ্যাকি জয়নার কিন্তু এই মুহূর্তে হেপ্টাথলনে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী (৭২১৫ পয়েন্ট)। তিনিই একমাত্র অ্যাথলীট যাঁর ৭ হাজারের বেশি পয়েন্ট আছে। ১৯৮৪-র অলিম্পিকের পর হেপ্টাথলনে তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। লংজাম্পেও তিনি স্বর্ণপদক পাবার অন্যতম দাবিদার। সোলে সুতরাং জ্যাকি আমাদের নজর কাড়বেনই।
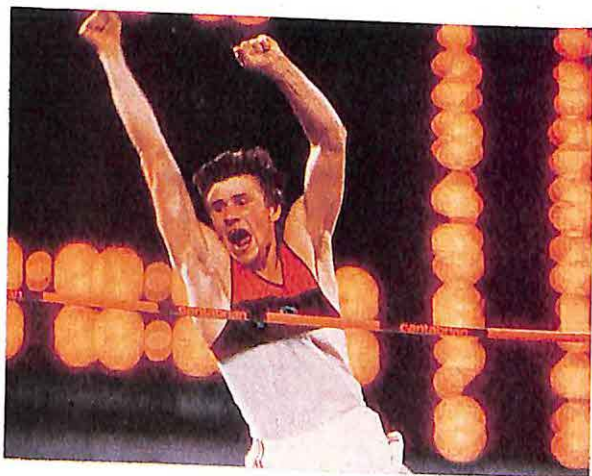
সংযোজন

নানা আনন্দ, দুঃখজনক ও কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে এবারের সোল অলিম্পিক। অনেক সম্ভাব্য বিজয়ী পরাজিত হয়েছেন, অজানা প্রতিযোগী বিজয়ীমঞ্চে দাঁড়িয়েছেন। 'অলিম্পিক' বইটিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করতে এই স্বর্ণ-বিজয়ীদের একটি তালিকা সংযোজিত হল। তথ্য সংগ্রাহকরা আশা করি খুশি হবেন।

স্বর্ণবিজয়ী : ১৯৮৮

(বিশ্ব রেকর্ড— বি. রে, অলিম্পিক রেকর্ড—অ. রে)

অসিচালনা পুরুষ ব্যক্তিগত ফয়েল : স্টেফিনো সেরিওনি (ইতালি), দলগত ফয়েল : রাশিয়া ; ব্যক্তিগত সাবরে : জে. এফ. লামুর (ফ্রান্স), দলগত সাবরে : হাঙ্গেরি ; ব্যক্তিগত এপি : এ. স্পিড (পশ্চিম জার্মানি), দলগত এপি : ফ্রান্স।
মহিলা ব্যক্তিগত ফয়েল : এ. ফিচেল (পশ্চিম জার্মানি), দলগত ফয়েল : পশ্চিম জার্মানি।

অ্যাথলেটিক্স পুরুষ ১০০ মিটার দৌড় : কার্ল লুইস (আমেরিকা, ৯·৯২ সেকেন্ড, অ. রে.) ; ২০০ মি. দৌড় : জো ডোলেচ (আমেরিকা, ১৯·৭৫ সে., অ. রে) ; ৪০০ মি. দৌড় : স্টিভেন লুইস (আমেরিকা, ৪৩·৮৭ সে.) ; ৮০০ মি. দৌড় : পল ইরেং (কিনিয়া, ১ মিনিট ৪৩·৪৫ সে.) ; ১৫০০ মি. দৌড় : পিটার রোনো (কিনিয়া, ৩ মি. ৩৫·৯৬ সে.) ; ৫০০০ মি. দৌড় : জন নগুগি (কিনিয়া, ১৩ মি. ১১·৭০ সে.) ; ১০০০০ মি. দৌড় : এম. ইব্রাহিম বউতাইব (মরক্কো, ২৭ মি. ২১·৪৬ সে., অ. রে) ; ৪×১০০ মি. রিলে : রাশিয়া (৩৮·১৯ সে.) ; ৪×৪০০

মি. রিলে ; আমেরিকা (২ মি. ৫৬·১৬ সে. অ. রেকর্ডের সমান) ; ১১০ মি. হার্ডলস : রজার কিংডম (আমেরিকা, ১২-৯৮ সে, অ. রে) ; ৪০০ মি. হার্ডলস : আন্দ্রে ফিলিপস্ (আমেরিকা, ৪৭·১৯ সে., অ. রে) ; ৩০০০ মি. স্টিপলচেজ : জুলিয়াস কারুইকি (কিনিয়া, ৮মি. ০৫·৫১ সে, অ. রে) ; ২০ কি. মি. হাঁটা : জোসেফ প্রিবিলিনেক (চেকশ্লোভাকিয়া, ১ ঘ. ১৯ মি. ৫৭ সে., অ. রে.) ; ৫০ কি. মি. হাঁটা : ভি. ইভানেনকো (রাশিয়া, ৩ ঘ. ৩৮ মি. ২৯ সে., অ. রে.) ; ম্যারাথন : গেলিন্ডো বরডিন (ইতালি, ২ ঘ. ১০ মি. ৩২ সে.)।
মহিলা ১০০ মি. দৌড় : ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার (আমেরিকা, ১০·৫৪ সে., অ. রে) ; ২০০ মি. দৌড় : ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার (আমেরিকা, ২১·৩৪ সে., বি. রে) ; ৪০০ মি. দৌড় : ওলগা ব্রিজনিনা (রাশিয়া, ৪৮·৬৫ সে., অ. রে.) ৮০০ মি. দৌড় : সিগরান ওডারস্ (পূর্ব জার্মানি, ১ মি. ৫৬·১০ সে.) ; ১৫০০ মি. দৌড় : পাউলা ইভান (রোমানিয়া,৩ মি. ৫৩·৯০ সে., অ. রে.) ; ৩০০০ মি. দৌড় : তাতিয়ানা সামোলেঙ্কো (রাশিয়া,৮ মি)২৬·৫৩ সে., অ. রে) ; ১০০০০ মি. দৌড় : ওলগা বোন্দারেঙ্কো (রাশিয়া, ৩১ মি. ০৫·২১ সে.) ; ৪×১০০ মি. রিলে : আমেরিকা (৪১·৯৮ সে.) ; ৪×৪০০ মি. রিলে : রাশিয়া (৩ মি. ১৫·১৮ সে., বি. রে) ; ১০০০ মি. হার্ডলস : ইওরডাঙ্কা ডোনকোভা (বালগেরিয়া, ১২·৩৮ সে., অ. রে) ; ৪০০০ মি. হার্ডলস : ডি. ফ্লিনটক-কিং (অস্ট্রেলিয়া, ৫৩·১৭ সে., অ. রে) ; **ম্যারাথন** : রোজা মোতা (পর্তুগাল, ২ ঘ. ২৫ মি. ৪০ সে.)।
পুরুষ হাইজাম্প : গ্রেনাডি আয়ুডেয়েঙ্কো (রাশিয়া, ২·৩৮ মিটার, অ. রে.) ; লংজাম্প : কার্ল লুইস (আমেরিকা, ৮·৭২ মিটার) ; পোলভল্ট : সের্গেই বুবকা (রাশিয়া, ৫·৯০ মিটার, অ. রে.) ; ট্রিপলজাম্প : হির্সতো মারকভ (বালগেরিয়া, ১৭·৬১ মিটার, অ. রে.) ; শটপাট: উলফ টিম্যারম্যান (পূর্বজার্মানি, ২২·৪৭ মিটার, অ. রে.) ; ডিসকাস : জুরগেন শুল্ট (পূর্বজার্মানি, ৬৮·৮২ মিটার, অ. রে) ; হ্যামার : সের্গেই লিটভিনভ(রাশিয়া,৮৪·৮০ মিটার, অ. রে.) ; জ্যাভেলিন : তাপিও কোরজাস (ফিনল্যান্ড, ৮৪·২৮ মিটার) ; ডেকাথলন : ক্রিস্টিয়ান শ্যেঙ্ক (পূর্ব জার্মানি, ৮,৪৮৮ পয়েন্ট)।

ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার

মহিলা হাইজাম্প : এল. রিটার (আমেরিকা, ২·০৩ মিটার, অ. রে) ; লংজাম্প : জ্যাকি জয়নার কার্সি (আমেরিকা, ৭·৪০ মিটার, অ. রে) ; শটপাট : নাতালিয়া লিসোভস্কায়া (রাশিয়া, ২২·২৪ মিটার) ; ডিসকাস : মার্টিনা হেলম্যান (পূর্বজার্মানি, ৭২·৩০ মিটার, অ. রে.) ; জ্যাভেলিন : পেত্রা ফেলকে (পূর্ব জার্মানি, ৭৪·৬৮ মিটার, অ. রে.) ; হেপ্টাথলন : জ্যাকি জয়নার কার্সি (আমেরিকা, ৭২৯১ পয়েন্ট, বি. রে.)।

ইয়টিং সোলিং : পূর্ব জার্মানি ; স্টার : ব্রিটেন ; ফ্লাইং ডাচম্যান : ডেনমার্ক ; ফিন : জোস লুইস ডোরেস্তে (স্পেন) ; টরনেডো : ফ্রান্স ; উইন্ডগ্লাইডার ক্লাস : ব্রুস কেনডল (নিউজিল্যান্ড) ; ৪৭০ ক্লাস (পুরুষ) : ফ্রান্স ; ৪৭০ ক্লাস (মহিলা) : আমেরিকা।

কুস্তি : ফ্রিস্টাইল ৪৮ কেজি পর্যন্ত : তাকশি কোবায়শি (জাপান) ; ৫২ কেজি : মিৎসুরো সতো (জাপান) ; ৫৭ কেজি : সের্গেই বেলগ্লজব (রাশিয়া) ; ৬২ কেজি : জন স্মিথ (আমেরিকা) ; ৬৮ কেজি : আরসেন ফাডজায়েভ (রাশিয়া) ; ৭৪ কেজি : কেনেথ মনডে (আমেরিকা) ; ৮২ কেজি : হ্যান মুয়ুগ. উ (দক্ষিণ কোরিয়া) ; ৯০ কেজি : এম. খাদারতসেভ (রাশিয়া) ; ১০০ কেজি : ভেসিলে পুসকাস (রোমানিয়া) ; ১১০ কেজির অধিক : ডি গোভেৎজিভিলি (রাশিয়া)।
গ্রীকো রোমান ৪৮ কেজি পর্যন্ত : ভি. মেইন্‌জা (ইতালি) ; ৫২ কেজি : জন রনিনগেন (নরওয়ে) ; ৫৭ কেজি : অ্যান্ড্রুস সাইকে (হাঙ্গেরি) : ৬২ কেজি : কে. মাদ্‌শিদভ (রাশিয়া) ; ৬৮ কেজি : লিভন জাউলফালকিয়েন (রাশিয়া) ; ৭৪ কেজি : কিম ইয়ং-নম (দক্ষিণ কোরিয়া) ; ৮২ কেজি : এম. সামিয়াসভিলি (রাশিয়া) ; ৯০ কেজি : এ. কমচেভ (বালগেরিয়া) ; ১০০ কেজি : এ. ওরনস্কি (পোলান্ড) ; ১১০ কেজির অধিক : আলেকজান্ডার কারেলাইন (রাশিয়া)।

ক্যানয়িং পুরুষ কয়াক সিঙ্গলস, ৫০০ মিটার : জেড গাউলে (হাঙ্গেরি) ; কয়াক পেয়ারস, ৫০০ মি. : নিউজিল্যান্ড ;

কানাডিয়ান সিঙ্গলস, ৫০০ মি. : ওলফ হিউক্রুড্‌ট (পূর্ব জার্মানি) ; কানাডিয়ান পেয়ারস, ৫০০ মি. : রাশিয়া ; কয়াক সিঙ্গলস, ১০০০ মি. : গ্রেগ বার্টন (আমেরিকা) ; কয়াক পেয়ারস, ১০০০ মি. : আমেরিকা ; কয়াক ফোর'স : হাঙ্গেরি ; কানাডিয়ান সিঙ্গলস, ১০০০ মি. : ইভান ক্লেমেনটিয়েভ (রাশিয়া) ; কানাডিয়ান পেয়ারস, ১০০০ মি. : রাশিয়া ।

মহিলা   কয়াক সিঙ্গলস, ৫০০ মি. : ভ্যানিয়া গুচেভা (বালগেরিয়া) ; কয়াক পেয়ারস, ৫০০ মি. : পূর্ব জার্মানি ; কয়াক ফোর'স : পূর্ব জার্মানি ।

ঘোড়সওয়ারী   শো জাম্পিং, ব্যক্তিগত : পেয়েরে ডুরান্ড (ফ্রান্স) ; শো জাম্পিং, দলগত : পশ্চিম জার্মানি ; ড্রেসেজ, ব্যক্তিগত : নিকলি আপহপ (পশ্চিম জার্মানি) ; ড্রেসেজ, দলগত : পশ্চিম জার্মানি ; থ্রি ডে ইভেন্ট, ব্যক্তিগত : মার্ক টড (নিউজিল্যান্ড) ; থ্রি ডে ইভেন্ট, দলগত : পশ্চিম জার্মানি ।

জিমন্যাস্টিক   পুরুষ ফ্লোর এক্সারসাইজ : সের্গেই খারকভ (রাশিয়া) ; পমেল হর্স : এল. গেরেসকভ (বালগেরিয়া), এস. বরকই (হাঙ্গেরি) ও ডি. বিলোজেরচেভ (রাশিয়া) ; রিংস : এইচ বেরেন্ট (পূর্ব জার্মানি) ও ডি. বিলোজেরচেভ (রাশিয়া) ; হর্সভল্ট : লৌ উন (চীন) ; প্যারালাল বারস : ভলাদিমিতর আরতেমভ (রাশিয়া) ; হরাইজেন্টাল বার : ভলাদিমির আরতেমভ ও ভ্যালেরি লুকিন (রাশিয়া) ; কম্বাইন্ড এক্সারসাইজ : ভলাদিমির আরতেমভ (রাশিয়া) ; দলগত এক্সারসাইজ : রাশিয়া ।

মহিলা হর্সভল্ট : স্বেতলানা বোগিনস্কায়া (রাশিয়া) ; আনইভেন বার'স : ড্যানিয়েলা সিলিভাস (রোমানিয়া) ; ব্যালান্স বিম : ড্যানিয়েলা সিলিভাস (রোমানিয়া) ; ফ্লোর এক্সারসাইজ :

ড্যানিয়েলা সিলিভাস (রোমানিয়া) ; রিদমিক এক্সারসাইজ : মারিনা লোবৎস (রাশিয়া) ; কম্বাইন্ড এক্সারসাইজ : এলেনা শুশুনোভা (রাশিয়া) ; দলগত এক্সারসাইজ : রাশিয়া।

জুডো ৬০ কেজি পর্যন্ত : কিম জে যুপ (দক্ষিণ কোরিয়া) ; ৬৫ কেজি : লি. কুয়াং কিয়ান (দক্ষিণ কোরিয়া) ; ৭১ কেজি : এম. আলেকজান্ডার (ফ্রান্স) ; ৭৮ কেজি : ভি. লিগেন (পোলান্ড) ; ৮৬ কেজি : পি সিসেনবেচার (অস্ট্রেলিয়া) ; ৯৫ কেজি : এ. মিগুয়েল (ব্রাজিল) ; ৯৫ কেজির অধিক : হিতোশি সাইতো (জাপান)।

টেনিস পুরুষ সিঙ্গলস : মিলোস্লাভ মেসির (চেকোশ্লোভাকিয়া) ; ডাবলস : কেন ফ্ল্যাচ ও রবার্ট সেগুসো (আমেরিকা)।
মহিলা সিঙ্গলস স্টেফি গ্রাফ (পশ্চিম জার্মানী) ; ডাবলস : পাম শ্রিভার ও জিনা গ্যারিসন (আমেরিকা)।

টেবিল টেনিস পুরুষ সিঙ্গলস : য়ু নাম কাইয়ু (দক্ষিণ কোরিয়া) ; ডাবলস : চেন লংক্যান ও ওয়েন কুইনগুয়াং (চীন)।
মহিলা সিঙ্গলস : চেন জিং (চীন) ; ডাবলস : ইয়াং ইয়ং জা ও হুন জুং হুয়া (দক্ষিণ কোরিয়া)।

তীরন্দাজি পুরুষ ব্যক্তিগত : জয় ব্যারস (আমেরিকা) ; দলগত : দক্ষিণ কোরিয়া ।
মহিলা ব্যক্তিগত : কিম সো নুয়ঙ্গা (দক্ষিণ কোরিয়া) ; দলগত : দক্ষিণ কোরিয়া ।

পেন্টাথলন ব্যক্তিগত জেনস মার্টিনেক (হাঙ্গেরি) ; দলগত : হাঙ্গেরি ।

ফুটবল রাশিয়া ।

বক্সিং লাইট ফ্লাইওয়েট : ইভাইলো ত্রিস্তব (বালগেরিয়া) ; ফ্লাইওয়েট : কিম কোয়াঙ-সান (দক্ষিণ কোরিয়া) ; ব্যান্টমওয়েট : কেনেনডি ম্যাকলিনারি (আমেরিকা) ; ফেদারওয়েট : গিয়ভান্নি পরিসি (ইতালি) ; লাইটওয়েট : আন্দ্রেস জুয়েলো (পূর্ব জার্মানি) ; লাইট ওয়েল্টার ওয়েট : ভি. জেনস্কি (রাশিয়া) ; ওয়েল্টার ওয়েট : রবার্ট ওয়াঙ্গিলা (কিনিয়া) ; লাইট মিডওয়েট : পার্ক সি-হুন (দক্ষিণ কোরিয়া) ; মিডলওয়েট : হেনরি মাসকি (পূর্ব জার্মানি) ; লাইট হেভিওয়েট : অ্যান্ড্রু মেনর্ড (আমেরিকা) ; হেভিওয়েট : রে মার্সার (আমেরিকা); সুপার হেভিওয়েট : লেনক্স লুইস (কানাডা) ।

বাস্কেটবল পুরুষ রাশিয়া। মহিলা আমেরিকা।

ভলিবল পুরুষ আমেরিকা। মহিলা রাশিয়া।

ভারোত্তোলন ৫২ কেজি পর্যন্ত : সেভদালিন মারিনভ (বালগেরিয়া, ২৭০ কেজি, বি. রে) ; ৫৬ কেজি : ওক্সেন মিরজোয়াইন (রাশিয়া, ২৯২·৫ কেজি) ; ৬০ কেজি : নঈম সুলেমানোগ্লু (তুরস্ক, ৩৪২·৫ কেজি বি. রে) ; ৬৭·৫ কেজি : জোয়াকিম কুনজ্ (পূর্ব জার্মানী, ৩৪০ কেজি.) ; ৭৫ কেজি : বরিস্লাভ গিদিকভ (বালগেরিয়া, ৩৭৫ কেজি, অ. রে) ; ৮২·৫ কেজি : ইজরায়েল আর্সমাকোভ (রাশিয়া, ৩৭৭·৫ কেজি.) ; ৯০ কেজি : আনতলি খারপভি (রাশিয়া, ৪১২·৫ কেজি, অ. রে.) ; ১০০ কেজি : পাভেল কুজনেৎসভ (রাশিয়া, ৪২৫ কেজি) ; ১১০ কেজি : য়ুরি জাখারেভিচ (রাশিয়া, ৪৫৫ কেজি.) ; ১১০ কেজির অধিক : আলেকজান্ডার কুরলোভিচ (রাশিয়া, ৪৬২·৫ কেজি.)।

রোয়িং পুরুষ সিঙ্গলস স্কালস্ : টমাস ল্যাঙ্গে (পূর্ব জার্মানি) ;

ডাবল স্কালস : হল্যান্ড : কক্সলেস পেয়ারস : ব্রিটেন ; কক্সসড পেয়ারস : ইতালি ; কক্সলেস ফোরস : পূর্ব জার্মানি ; কক্সসড ফোরস : পূর্ব জার্মানি ; কোয়াড্রুপল স্কালস : ইতালি কক্সড এইট : পশ্চিম জার্মানি।
মহিলা সিঙ্গলস স্কালস্ : জুট্টা বেরেন্ট (পূর্ব জার্মানি) ; ডাবল স্কালস্ : পূর্ব জামানি ; কক্সলেস পেয়ারস : রোমানিয়া ; কক্সডস ফোরস : পূর্ব জার্মানি ; কোয়াড্রুপল স্কালস্ : পূর্ব জার্মানি ; কক্সসড এইট : পূর্ব জার্মানি।

শুটিং পুরুষ র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তল : আফানসি কোউজামিন (রাশিয়া বি. রে.) ; ফ্রি পিস্তল : সোরিন বাবি (রোমানিয়া) ; এয়ার পিস্তল : তানিওর্ড কিরিয়কভ (বালগেরিয়া) ; রানিং গেম : টর হেইসটেড (নরওয়ে) ; স্মল বোর রাইফেল, থ্রি পজিসন : ম্যালকম কুপার (ব্রিটেন, অ.রে) ; স্মলবোর প্রন পজিসন : মিরোস্লাভ ভার্গা (চেকোশ্লোভাকিয়া, বি. রে ও অ. রে.-র সমান) ; এয়ার রাইফেল : গোরান মাকসিমভিক (যুগোশ্লাভিয়া)। মহিলা স্পোর্ট পিস্তল : নিনো সালুকভাদজে (রাশিয়া) : এয়ার পিস্তল : জাসনা সেকারিখ (যুগোশ্লাভিয়া) ; এয়ার রাইফেল : ইরিনা চিলোভা (রাশিয়া) ; স্মলবোর থ্রি পজিসন : সিলভিয়া স্পেরবার (পশ্চিম জার্মানি, অ. রে.)।
ওপেন ইভেন্ট ট্র্যাপ শুটিং : দিমিত্রি মোনাকভ (রাশিয়া) ; স্কিট শুটিং : অ্যাকেসল ওয়েগনার (পূর্ব জার্মানি)।

সাইক্লিং পুরুষ ১০০০ মিটার স্প্রিন্ট : লুৎস হেসলিচ (পূর্ব জার্মানি) ; ১০০০ মি. টাইম ট্রায়াল : আলেকজান্ডার কিরিচেনকো (রাশিয়া) ; ১০০ কিমি. টাইম ট্রায়াল, দলগত : পূর্ব জার্মানি ; ৪০০০ মি. পারস্যুট : জি. ওউমরিস (রাশিয়া) ;

৪০০০ মি. পারস্যুট, দলগত : রাশিয়া (বি. রে) ; ৫০ কিমি পয়েন্ট রেস : ডন ফ্রস্ট (ডেনমার্ক) ;রোডরেস : ওলফ্ লুডউইগ (পূর্বজার্মানি)।

মহিলা স্প্রিন্ট : এরিকা সলুমাই (রাশিয়া) ; রোড রেস : এম. নল (হল্যান্ড)।

সাঁতার পুরুষ ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল : ম্যাটবিয়ন্ডি (আমেরিকা, ২২·১৪ সেকেন্ড, বি. রে) ; ১০০ মি. ফ্রিস্টাইল : ম্যাট বিয়ন্ডি (আমেরিকা, ৪৮·৬৩ সে. অ. রে) ; ২০০ মি. ফ্রিস্টাইল : ডানকান আর্মস্ট্রং (অস্ট্রেলিয়া, ১ মিনিট ৪৭·২৫ সেকেন্ড, বি. রে) ; ৪০০ মি. ফ্রিস্টাইল : উয়ে ড্যাসলার (পূর্ব জার্মানি, ৩ মি. ৪৬·৯৫ সে., বি. রে) ; ; ১৫০০ মি. ফ্রিস্টাইল : ভ্লাদিমির সালনিকভ (রাশিয়া, ১৫ মি. ০০·৪০ সে.) ; ১০০ মিঃ ব্যাকস্ট্রোক : দাইচি সুজুকি (জাপান, ৫৫·০৫ সে.) ; ২০০ মি. ব্যাকস্ট্রোক : ইগর পোলিয়নস্কি (রাশিয়া, ১ মি. ৫৯·৩৭ সে. অ. রে.) ; ১০০ মি. ব্রেস্টস্ট্রোক : অ্যাড্রিয়ান মুরহাউস (ব্রিটেন, ১ মি. ০২·০৪ সে.) ; ২০০ মি. ব্রেস্টস্ট্রোক : জোজেফ জাবো (হাঙ্গেরি, ২ মি. ১৩·৫২ সে.) ; ১০০ মি. বাটার ফ্লাই : অ্যান্টনি নেস্টি (সুরিনাম, ৫৩·০০ সে., অ. রে) ; ২০০ মি. বাটারফ্লাই :

ম্যাট বিয়ন্ডি

মাইকেল গ্রস (পশ্চিম জার্মানি, ১ মি. ৫৬·৯৪ সে. অ. রে.) ২০০ মি. ব্যক্তিগত মেডলি : টমাস ডার্নি (হাঙ্গেরি, ২ মি. ০০·১৭ সে., বি. রে.) ; ৪০০ মি. ব্যক্তিগত মেডলি : টমাস ডার্নি (হাঙ্গেরি, ৪ মি. ১৪·৭৫ সে., বি. রে.) ; মেডলি রিলে, ৪×১০০ মি. : আমেরিকা (৩ মি. ৩৬·৯৩ সে. ; বি. রে) ; ফ্রিস্টাইল রিলে ৪×১০০ মি. : আমেরিকা (৩ মি. ১৬·৫৩ সে. বি. রে.) ; ফ্রিস্টাইল রিলে ৪×২০০ মি. :আমেরিকা (৭ মি. ১২·৫১., বি. রে) ।

মহিলা ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল : ক্রিস্টিন ওটো (পূর্ব জার্মানি, ২৫·৪৯ সেকেন্ড) ; ১০০ মি. ফ্রিস্টাইল : ক্রিস্টিন ওটো (পূর্ব জার্মানি, ৫৪·৯৩ সে.) ; ২০০ মি. ফ্রিস্টাইল : হেইকে ফেডরিক (পূর্ব জার্মানি, ১ মিনিট ৫৭·৬৫ সে., অ. রে) ; ৪০০ মি. ফ্রিস্টাইল : জেনেট ইভান্স (আমেরিকা, ৪ মি. ০৩·৮৫ সে., বি. রে) ; ৮০০ মি. ফ্রিস্টাইল : জেনেট ইভান্স (আমেরিকা, ৮ মি. ২০·২০ সে., অ. রে.) ; ১০০ মি. ব্যাকস্ট্রোক : ক্রিস্টিনা ওটো (পূর্ব জার্মানি, ১ মি ০০·৮৯ সেঃ) ; ২০০ মিঃ ব্যাকস্ট্রোক : ক্রিস্টিন ইগারজেজি (হাঙ্গেরি, ২ মি. ০৯·০৯ সে. অ. রে.) ; ১০০ মি. ব্রেস্টস্ট্রোক : তানিয়া ডাঙ্গালাকোভা (বালগেরিয়া, ১ মি. ০৭·৯৫

ক্রিস্টিন ওটো

সে., অ. রে.) ; ২০০ মি. ব্রেস্টস্ট্রোক : সিলকে হোয়েনার্র (পূর্ব জার্মানি, ২ মি. ২৬·৭১ সে., বি. রে.) ; ১০০ মি. বাটার ফ্লাই : ক্রিস্টিন ওটো (পূর্ব জার্মানি, ৫৯·০০ সে. অ. রে) ; ২০০ মি. বাটার ফ্লাই : ক্যাথলিন নর্ড (পূর্ব জার্মানি, ২ মি. ০৯·৫১ সে.) ; ২০০ মিঃ ব্যক্তিগত মেডলি : ডানিয়েলা হাঙ্গার (পূর্ব জার্মানি, ২ মি. ১২·৫৯ সে., অ. রে) ; ৪০০ মি. ব্যক্তিগত মেডলি : জেনেট ইভান্স (আমেরিকা, ৪ মি. ৩৭·৭৬ সে.) ; ৪×১০০ মি. মেডলি রিলে : পূর্ব জার্মানি, (৪ মিঃ ০৩·৭৪ সে., অ. রে.) ; ৪×১০০ মি. ফ্রিস্টাইল রিলে : পূর্ব জার্মানি, (৩ মিঃ ৪০·৬৩ সে. অ. রে) ।

সিনক্রোনাইজড সুইমিং ব্যক্তিগত : ক্যারোলিন ওয়ালডো (কানাডা) দ্বৈত : কানাডা ।

ডাইভিং পুরুষ স্প্রিং বোর্ড : গ্রেগ লুগানিস (আমেরিকা, ৭৩০·৮০ পয়েন্ট) ; প্ল্যাটফর্ম : গ্রেগ লুগানিস (আমেরিকা, ৬৩৮·৬১ প.) মহিলা স্প্রিং বোর্ড : গাও মিং (চীন, ৫৮০·২৩ প.) ; প্ল্যাটফর্ম : সু ইয়ানমেই (চীন, ৪৪৫·২০ প.) ।

ওয়াটারপোলো যুগোশ্লাভিয়া ।

হকি পুরুষ ব্রিটেন ।
মহিলা অস্ট্রেলিয়া ।

হ্যান্ডবল পুরুষ রাশিয়া ।
মহিলা দক্ষিণ কোরিয়া ।

কোবি : ছোট্ট কুকুর । স্বাগত জানাচ্ছে আগামী ১৯৯২-এর বার্সিলোনা অলিম্পিকে । ম্যাসকটটির শিল্পী : জেভিয়ার মেরিসকেল ।